Contents

দ্বাদশ বর্ষ

৯ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ—নবম সংখ্যা

আশ্বিন—১৩৭১ বাং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর—১৯৬৫ ইং

জামদিউল আওয়াল—১৩৮৪ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের বঙ্গানুবাদ (তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	৩৯৯
২।	মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা (হাদীস-অনুবাদ)	আবু য়ুসুফ দেওবন্দী	৪০৮
৩।	পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি	অধ্যাপক আশরাফ ফারুক	৪১৩
৪।	পয়গামে মসীহ	আবদুন্ নঈম চৌধুরী	[illegible]
৫।	ইকবালের অগ্নিগর্ভ কবিতা	এম, বওলা বখশ নদবী	৪২৫
৬।	জিহাদ ও ইসলাম	শাইখ আবদুর রহীম	
৭।	ইস্তিস্ফা নামাযের মাসনূন তরীকা	আবদুস সোবহান	৪৩১
৮।	হযরত ঈসার (আঃ) আসমানে অবস্থান ও কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	৪৩৫
৯।	রণাঙ্গন হইতে		৪৩৮
১০।	সাময়িক প্রসঙ্গ— (সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	৪৪০
১১।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৪৪৩

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম

সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৯ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাসিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৩শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক, লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

দ্বাদশ বর্ষ	আশ্বিন ১৩৭২ বংগাব্দ ; জমাদিউল আওয়াল ১৩৮৫ হিঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ ;	নবম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير القرآن العظيم

কুরআন-মজীদের ভাষ্য

'আম পারার তফসীর

সূরা 'আল্-বুরূজ'১

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ

১। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা নবী সঃ-কে এবং তাঁহার সাহাবীগণকে সান্ত্বনা ও সাহস এবং ইসলাম ধর্মে স্থির ও অটল থাকিবার জন্য উৎসাহ দান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সূরাটির প্রথম ভাগে ধর্মদ্রোহী অগ্নিকুণ্ডের মালিক ও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত মু'মিনদের ঘটনা উল্লেখ করতঃ নবী করীম সঃ-কে এবং তাঁহার সাহাবীদিগকে জানাইয়া দেন যে, পূর্বে সকল যুগেই মু'মিনদিগকে অমু'মিনদের হাতে চরম নির্যাতন

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতার নামে।

١ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝

১। কসম বুরূজ সমন্বিত আসমানের,

٢ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝

২। প্রতিশ্রুত দিবসের, ৩

٣ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝

৩। সাক্ষীর এবং যাহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয় তাহার, [অথবা উপস্থিতের এবং উপস্থিতি স্থলের বা উপস্থিতি কালের]৪

সহ্য করিতে হইয়াছে। শুধু তাই নয়। বরং অমুমিন শক্তিশালী দল অগণিত মুমিনদিগকে নানা প্রকার নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। আর অতীতের ঐ সকল মুমিন অম্লানবদনে প্রশান্তচিত্তে সকল প্রকারে নির্যাতন সহ্য করিয়াছে এমন কী মৃত্যু বরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। পূর্বের মুমিনদের ন্যায় তোমাদিগকেও মুশরিক, কাফিরদের হাতে অশেষ নির্যাতন সহ্য করিতে হইবে।

তারপর এই সূরার মধ্যভাগে বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলার পাকড় বাস্তবিকই বড়ই শক্ত। পূরাকালে অমুমিনদের নৃশংসতা ও অত্যাচার যখনই চরমে উঠিয়াছে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে কঠোরভাবে পাকড়াও করিয়া ধ্বংস করিয়া ছাড়িয়াছেন। অগ্নিকুণ্ডের মালিকেরা যখন অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে বসিয়া থাকিয়া মুমিন-দাহন যজ্ঞের তামাশা দেখিতে মত্ত ছিল এবং নিজেদের জিঘাংসাবৃত্তি পরিতৃপ্ত করতঃ পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই সহসা ঐ অগ্নিকুণ্ড তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করতঃ অগ্নিকুণ্ডের মালিকদেরে ভস্মীভূত করিয়া ছাড়িয়াছিল। ফির'আউন নিজ দলবল সহ যখন মুসা আঃ-কে ও বানূ ইসরাঈলকে নির্বংশ করিবার মৎলবে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল ঠিক সেই সময়েই নদী তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া নির্বংশ করিয়া ছাড়িয়াছিল। নবী করীম সঃ ও তাঁহার শত্রুদের অত্যাচারও যখনই চরমে উঠিবে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরও ধ্বংসের ব্যবস্থা করিবেন। ইহাই আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন নীতি।

এই সূরার প্রথম আয়াতে الْبُرُوْجِ শব্দটি রহিয়াছে বলিয়া এই সূরার নাম 'সূরা আল বুরূজ' হইয়াছে।

২। 'বুরূজ' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এই—

(ক) মেষ, বৃষ, তুলা প্রভৃতি যে দ্বাদশ রাশি বৃত্তের মধ্যে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি পরিভ্রমণ করে সেই দ্বাদশ রাশিবৃত্ত,

(খ) চন্দ্র যে কক্ষে পরিভ্রমণ করে সেই কক্ষের অষ্ট-বিংশতি মনযিল বা প্রকোষ্ঠ,

(গ) সূর্য, চন্দ্র, নেপচুন প্রভৃতি নবগ্রহ, এবং

(ঘ) অশ্বিনী, অনুরাধা, মঘা প্রভৃতি সপ্ত-বিংশতি নক্ষত্র।

৩। 'প্রতিশ্রুত দিবস' বলিতে 'কিয়ামত দিবস' বুঝায়। এই মর্মে তিরমিযী হাদীসগ্রন্থে আবু হুরাইরা রাঃ-র যবানী একটি হাদীস সঙ্কলিত হইয়াছে।

৪। 'শাহিদ'—এর অর্থ যখন 'উপস্থিত' গ্রহণ করা হয় তখন 'মশহুদ' ও 'শাহিদ' এর তাৎপর্য নিম্ন লিখিত চারি প্রকার বর্ণনা করা হয়।

(ক) 'মশহুদ' হইতেছে কিয়ামতের দিবস এবং

www.ahlehadeethbd.org

৪ قُتِلَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُودِ ۝

৪। কুণ্ডটির ব্যবস্থাকারীগণ ধ্বংস হইল,

৫ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝

৫। যে কুণ্ডটি ছিল বিষাল জ্বালানী স্তূপ সম্বলিত অগ্নির কুণ্ড

৬ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝

৬। যখন তাহারা উহার সন্নিকটে সমাসীন ছিল,

৭ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝

৭। মুমিনদের সহিত তাহারা যাহা করিতেছিল তাহারা দর্শক-সাক্ষীরূপে।

'শাহিদ' হইতেছে ঐ দিবসে উপস্থিত জনগণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কিয়ামত দিবসটি এমন একটি দিবস হইবে যে দিবসে সকল লোককে একত্রিত করা হইবে এবং উহাই 'মশহূদ' দিবস।"—হূদ, ১০৩

(খ) 'মশহূদ' হইতেছে জুমু'আ দিবস ও জুমুআ নামায এবং 'শাহিদ' হইতেছে জুমুআ নামাযে উপস্থিত মুসল্লীবৃন্দ।

আবু দারদা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "জুমু'আ দিবসটি 'মশহূদ' দিবস। এই দিবসে রহমতের ফিরিশতাগণ হাযির হন।"

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, নবী সঃ বলিয়াছেন, "জুমু'আ দিবসে ফিরিশতাগণ মসজিদের দরজাগুলিতে উপস্থিত হন।"

(গ) মশহূদ' হইতেছে 'আরাফাতের ময়দান এবং 'শাহিদ হইতেছে তথায় উপস্থিত হাজীগণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "লোক পদব্রজে ও ক্ষীণকায় উটে চড়িয়া যাহাতে তোমার নিকট আসিয়া নিজেদের মঙ্গল লাভে উপস্থিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে [হে ইবরাহীম] তুমি লোকদের হজ্জের আহ্বান জানাও।"

—আল-হজ্জ, ২৭।

(ঘ) কুরবানী প্রান্তর মিনা ও তথায় উপস্থিত হাজীগণ, (হজ্জের অন্যতম ইবাদত কুররাণীর স্থল হওয়ার কারণে)

আর 'শাহিদ' এর অর্থ যখন 'সাক্ষী' গ্রহণ করা হয় তখন 'শাহিদ' ও 'মশহূদ' এর ছয় প্রকার তাৎপর্য হইতে পারে।

(ক) আল্লাহ হইতেছেন 'শাহিদ' আর আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ হইতেছে 'মশহূদ'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনই মা'বূদ নাই।"—আলু-ইমরান, ১৮।

(খ) পয়গম্বরগণ হইতেছেন, 'শাহিদ' আর তাঁহাদের নিজ নিজ উম্মত হইতেছেন 'মশহূদ'।

(গ) হযরত মুহম্মদ সঃ হইতেছেন, 'শাহিদ' আর তাঁহার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ হইতেছেন 'মশহূদ'।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"[হে রসূল,] আমি যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে হইতে তাহাদের নবীকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব এবং আপনাকে ঐ সকল নবীদের সাক্ষীরূপে উপস্থাপিত করিব তখন কী দশাই না হবে!" [—আন্-নিসা ৪১]

(ঘ) যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু হইতেছে 'শাহিদ' আর আল্লাহ তা'আলা হইতেছেন 'মশহূদ'। কুরআন মজীদের আগাগোড়া এই মর্মে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে।

(ঙ) ফিরিশ্‌তাগণ হইতেছেন 'শাহিদ' আর মানুষ ও জিন্ হইতেছে 'মশহূদ'। আল্লাহ বলেন, "প্রত্যেক নফ্‌সের সঙ্গে আসিবে একজন চালক ও একজন সাক্ষী।"—কাফ, ২১।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٨ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

৮। তাহারা মুমিনদের কেবলমাত্র এই দোষই ধরিয়া ছিল যে, তাহারা সেই মহা-পরাক্রম, চরম প্রশংসিত আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়াছিল—৫

(চ) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতেছে 'শাহিদ' আর মানুষ ও জিন্ন হইতেছে 'মশহূদ'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ঐ দিবসে তাহাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের জিহ্বা, তাহাদের হাত ও তাহাদের পা।" [—আন-নূর ২৪]

অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এখানে দ্বাদশ আয়াতে বর্ণিত বিষয়টিই হইতেছে কসমের প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন পাকড়াও করেন তখন এমন দৃঢ় ভাবে পাকড়াও করেন যে, তাঁহার কবল হইতে নিস্তার পাইবার কোন উপায়ই থাকে না। কসমের বস্তুগুলির সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়টির সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার। কারণ যে আল্লাহ বিশাল, জটিল আসমান-সমূহ সৃজন করত উহাদের নিয়ন্ত্রণ বিধান করিতে পারিয়াছেন এবং প্রলয় কালে তৎসমুদয় ধ্বংস করতঃ মানুষের কর্মাকর্মের শেষ বিচারের জন্য কিয়ামতের ব্যবস্থা করিবেন তাঁহার অসীম ক্ষমতা ও শক্তি সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। কাজেই তাঁহার পাকড়াও যে চরম কঠিন হইবে তাহা সুনিশ্চিত।

৫। প্রাচীন কালের ইতিহাসে একাধিক এমন অগ্নিকুণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায় যাহার প্রত্যেকটি প্রজ্জলিত করিয়াছিল অমুমিন ধর্মদ্রোহী শাসকগোষ্ঠী এবং যাহার প্রত্যেকটিতেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ধর্মপ্রাণ অসহায় মুমিন দল। আয়াতে উল্লিখিত অগ্নিকুণ্ডটি সম্বন্ধে সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থে যে বিবরণ রহিয়াছে তাহা এই—

সুহাইব রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের মধ্যে ছিলেন একজন রাজা, আর সেই রাজার ছিল একজন যাদুকর। ঐ যাদুকর বৃদ্ধ হইলে এক দিন সে রাজাকে বলিল 'আমি তো বৃদ্ধ, তো বৃদ্ধ হইতে চলিলাম। এখন আমাকে একটা ছেলে দিন যাহাতে আমি তাহাকে আমার সব বিদ্যা শিখাইয়া যাইতে পারি।" যাদুকরের বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য রাজা একজন বালককে যাদুকরের হাওলা করিয়া দিলেন। [কথিত আছে যে, রাজা নিজ পুত্রকেই এই বিদ্যা শিক্ষা করিতে দিয়াছিলেন।]

বালকটি যাদুকরের নিকট যে পথ দিয়া যাতায়াত করিত সেই পথে ছিল একজন ধার্মিক জ্ঞানী লোকের আস্তানা। বালকটি যাদুকরের নিকট যাইবার সময় এবং যাদুকরের নিকট হইতে ফিরিবার সময় ঐ ধার্মিক লোকটির নিকট বসিয়া তাঁহার কথা শুনিত। তাহাকে তাঁহার কথা শুনিতে বড় ভাল লাগিত। ফলে যাদুকরের নিকট পৌঁছিতে বালকটির দেরী হইত বলিয়া তাহাকে যাদুকরও শাস্তি দিত এবং বাড়ী ফিরিতে দেরী হইত বলিয়া বাড়ীর লোকেও তাহাকে শাস্তি দিত। অনন্তর বালকটি ধার্মিক লোকটিকে ঐ কথা জানাইলে তিনি বালককে শিখাইয়া দেন, সে যাদুকরকে বলিবে যে, বাড়ীর লোকেই তাহাকে পাঠাইতে বিলম্ব করিয়াছে এবং বাড়ীর লোককে বলিবে যে, যাদুকরই তাহাকে ছুটি দিতে বিলম্ব করিয়াছে।

অনন্তর বালকটি ঐ ভাবে যাতায়াত করিতে থাকে। এক দিন পথে সে দেখিল, একটি বৃহদাকার প্রাণী এমন ভাবে পথ রোধ করিয়া রহিয়াছে যে, তাহাতে লোকের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বালকটি ভাবিল, এইবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্ যাদুকর শ্রেষ্ঠ অথবা ধার্মিক ব্যক্তিটি শ্রেষ্ঠ। অনন্তর, সে একটি প্রস্তর খণ্ড লইয়া বলিল, "হে আল্লাহ, যাদুকরের কার্যকলাপ অপেক্ষা ধার্মিক লোকটির কার্যকলাপ যদি তোমার নিকটে অধিকতর প্রিয় হয় তবে এই প্রাণীটিকে এই প্রস্তরাঘাতে

www.ahlehadeethbd.org

٩ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

৯। একমাত্র যাঁহারই কবলে রহিয়াছে আসমান ও যমীনের আধিপত্য। আর আল্লাহ প্রত্যেক ব্যাপার সম্পর্কে চরম নিরীক্ষমান।

মারিয়া ফেল—যেন লোকজন যাতায়াত করিতে পারে।" এই বলিয়া প্রাণীটিকে লক্ষ্য করিয়া সে প্রস্তরখণ্ডটি ছুড়িয়া মারিল। প্রাণীটি ঐ প্রস্তরাঘাতে মারা পড়িল এবং লোক চলাচল আরম্ভ হইল।

তারপর বালকটি ধার্মিক লোকটির নিকট গিয়া তাহাকে ঐ ঘটনাটি জানাইলে তিনি বলিলেন, "বৎস, তুমি এখনই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। দেখ, শীঘ্রই তোমাকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। দেখ, তখন যেন আমার কথা প্রকাশ করিয়া বসিও না।

[তারপর বালকটির আরও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইল।] তাহার দু'আয় জন্মান্ধ ব্যক্তি চক্ষুষ্মান হইতে লাগিল; কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি নিরাময় হইতে লাগিল; এবং আরও কঠিন কঠিন রোগ সারিতে লাগিল।

এদিকে রাজার এক জন সহচর অন্ধ হইয়াছিল সে ঐ খবর জানিতে পারিয়া বহু উপঢৌকন সহ বালকটির নিকট গিয়া বলিল, "তুমি যদি আমাকে চক্ষুষ্মান করিয়া দাও তাহা হইলে এ সবই তোমার। বালকটি বলিল, "আমি তো কোন রোগ সারাই না—রোগ সারান আল্লাহ অতএব আপনি যদি আল্লার প্রতি ঈমান আনেন, তবে আমি আপনার রোগমুক্তির জন্য আল্লার নিকটে দু'আ করিতে পারি। তাহাতে ঐ লোকটি আল্লার প্রতি ঈমান আনিল। অনন্তর সে দৃষ্টি-শক্তি ফিরিয়া পাইল এবং পূর্বের ন্যায় রাজার নিকটে গিয়া বসিল।

রাজা তাহার অন্ধ সহচরকে চক্ষুষ্মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে দৃষ্টি-শক্তি ফিরাইয়া দিল কে? সে বলিল, "আমার রব্ব।" রাজা বলিলেন, "অ্যা, কী বলিস! আমি ছাড়া তোর রব্ব আবার কে? সে বলিল; 'আমার এবং আপনার—উভয়েরই রব্ব আল্লাহ।

ইহাতে রাজা অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার ঐ সহচরটির উপর কঠোর উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। অবশেষে সে বালকটির কার্যকলাপের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

তারপর বালকটিকে ধরিয়া আনা হইল। রাজা তাহাকে বলিলেন; বৎস আমি জানিতে পারিলাম যে, তুমি তোমার যাদুর গুণে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকদেরে নিরাময় করিয়া চলিয়াছ এবং অন্যান্য কঠিন রোগগুলিও সারাইতেছ। বেশ ভাল কথা!" বালকটি বাধা দিয়া বলিল, "না, না। আমি তো কাহাকেও রোগ-মুক্ত করি না। রোগমুক্ত করেন আল্লাহ।" তখন তাহার উপর উৎপীড়ন চলিতে থাকিলে সে ধার্মিক লোকটির কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। তখন ধার্মিক লোকটিকে ধরিয়া আনা হইল এবং তাহাকে তাহার ধর্ম ত্যাগ করিতে বলা হইল। কিন্তু সে কোন ক্রমেই নিজ ধর্ম ত্যাগ করিতে রাযী হইল না। তখন রাজার আদেশক্রমে তাহার মাথার মধ্যভাগে করাত বসানো হইল এবং তাহার মাথা ও সর্ব শরীর চিরিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করা হইল।

তারপর রাজার সভাসদটিকে আনা হইল এবং তাহাকেও তাহার ধর্ম ত্যাগ করিতে বলা হইল। কিন্তু সেও কোনক্রমেই নিজ ধর্ম ত্যাগ করিতে রাযী হইল না। তখন রাজার আদেশক্রমে তাহাকেও করাত দিয়া চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করা হইল।

"তারপর বালকটিকে তাহার ধর্ম ত্যাগ করিতে বলা হইল। বালকটিও নিজ ধর্ম ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিল। তখন রাজা তাহাকে নিজ পার্শ্ব-চরদের কয়েক জনের হাওয়ালা করিয়া দিয়া বলিলেন, "তোমরা ইহাকে অমুক পাহাড়ে লইয়া যাও এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١٠ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝

১০। ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা মুমিন পুরুষদিগকে এবং মুমিন স্ত্রীলোকদিগকে [অত্যাচার উৎপীড়ন করতঃ] ঈমানের মহা পরীক্ষায় সম্মুখীন করিয়াছে এবং উহার পরে তাহারা তওবা করতঃ উহা হইতে ফিরে নাই, তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে দগ্ধ হওয়ার শাস্তি।

তাহাকে সঙ্গে করিয়া পাহাড়ে আরোহণ করিতে থাক। অনন্তর তোমরা যখন পাহাড়ের উচ্চতর শৃঙ্গে পৌঁছিবে তখন তাহাকে তাহার ধর্ম ত্যাগ করিতে বলিবে। তাহাতে সে যদি অস্বীকার করে তাহা হইলে তোমরা তাহাকে সেখান হইতে নীচে ফেলিয়া দিবে।" তারপর তাহারা বালকটিকে লইয়া পাহাড়টির উপরে উঠিলে বালকটি এই বলিয়া দু'আ করিল, "হে আল্লাহ, তোমার যে ভাবে ইচ্ছা হয় সেই ভাবে তুমি আমাকে ইহাদের কবল হইতে রক্ষা কর" তৎক্ষণাৎ পাহাড়টি কম্পিত হইয়া উঠিল। রাজার পার্শ্বচরগণ আছাড় খাইয়া পড়িয়া মারা গেল। আর বালকটি সুস্থদেহে রাজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে বলিলেন, "তোমার সঙ্গীদের কী হইল?" তখন সে ঘটনাটি রাজাকে জানাইল।

তারপর রাজা তাঁহার এক দল লোককে আদেশ করিলেন ইহাকে নৌকায় চড়াইয়া নদীর মাঝখানে লইয়া যাও। অনন্তর সে যদি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ভালই; নচেৎ ইহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিও।" রাজার আদেশ অনুযায়ী তাহারা বালকটিকে লইয়া মাঝ নদীতে পৌঁছিলে বালকটি পূর্বের মত দু'আ করিল, "হে আল্লাহ, তোমার যে ভাবে ইচ্ছা হয় সেইভাবে তুমি আমাকে ইহাদের কবল হইতে রক্ষা কর।" অনন্তর নৌকা ভীষণভাবে কাত হইয়া পড়িল। রাজার লোকজন ডুবিয়া মরিল। আর বালকটি সুস্থদেহে রাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাপারটি জানাইল। (রাজা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল।) বালকটি তখন বলিল, আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন আমাকে কোন মতেই হত্যা করিতে পারিবেন না। আমাকে হত্যা করিবার একটি মাত্র উপায় আছে। আপনি যদি তাহা করেন তবেই আমাকে হত্যা করিতে পারিবেন।" রাজা বলিলেন, 'উপায়টি কী?

বালক বলিল, "আপনি একটি বিস্তীর্ণ মাঠে সকল লোককে হাযির করুন এবং সেই মাঠে খেজুরের একটি গুঁড়ি পুতিয়া তাহার উপরিভাগে আমাকে বাঁধিয়া রাখুন। তারপর আমার তূণীর হইতে একটি তীর লইয়া ধনুকে সংযোজিত করুন। তারপর بسم الله رب الغلام 'বালকটির রব্ব আল্লার নামে' উচ্চারণ করতঃ আমার দিকে তীরটি নিক্ষেপ করুন। আপনি যদি এইরূপ করেন, তবেই আপনি আমাকে হত্যা করিতে পারিবেন।"

বালকের কথামত রাজা এক বিস্তীর্ণ মাঠে সকল লোককে সমবেত করিলেন। বালকটিকে একটি খেজুর গাছের গুঁড়ির উপরে বাধা হইল। তারপর রাজা বালকটির তূণীর হইতে একটি তীর লইয়া ধনুকের মধ্যভাগে উহা সংযোজিত করিলেন। তারপর بسم الله رب الغلام 'বালকটির রবব আল্লার নামে' উচচারণ করিয়া বালকটির পানে তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীরটি বালকের কপাল ও একটি কানের মধ্যভাগে বিদ্ধ হইল। বালকটি এক হাতে তীরবিদ্ধ স্থানটি চাপিয়া ধরিল। তারপর সে মারা গেল।

এই ব্যাপার দেখিয়া উপস্থিত জনগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল 'আমরা বালকটির রব্ব আল্লার প্রতি ঈমান আনিলাম, আমরা বালকটির রবব আল্লার প্রতি ঈমান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١١ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ •

১১। আর ইহাও নিশ্চিত যে, যাহারা ঈমান বজায় রাখিল ও নেক কাজ করিতে থাকিল তাহাদের জন্য রহিয়াছে এমন সব বাগান যাহার নিম্ন ভাগ দিয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে। উহাই মহান সাফল্য।

١٢ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ •

১২। তোমার রব্বের পাকড় নিশ্চয় অত্যন্ত শক্ত। ৬

١٣ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ •

১৩। ইহা নিশ্চিত যে, প্রথম সৃজন তিনিই করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃজন করিবেন।

আনিলাম, আমরা বালকটির রবব আল্লার প্রতি ঈমান আনিলাম।”

[রাজা তিন জন মুমিনকে হত্যা করিলেন বটে, কিন্তু বালকটির বুদ্ধিমত্তার ফলে অসংখ্য নরনারী আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়া বসিল।]

তারপর রাজার লোক জন রাজার নিকট গিয়া বলিল 'আপনি যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই শেষ পর্যন্ত ঘটিয়া গেল। তামাম লোক বালকটির রব্ব আল্লার প্রতি ঈমান অনিয়া বসিল।” তখন রাজার আদেশক্রমে রাস্তাগুলির চৌমাথায় প্রকাণ্ড খাল খনন করিয়া তাহাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হইল। তারপর রাজা হুকম দিলেন, “যে কেহ বালকটির ধর্ম ত্যাগ না করে তাহাকে ঐ আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ কর।” রাজার লোকেরা রাজার হুকম পালন করিতে লাগিল। [আর রাজা ও তাঁহার পাত্রমিত্রগণ আগুনের পার্শ্বে সমাসীন থাকিয়া ঐ নৃশংস ও বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল] ইতিমধ্যে একজন রমণীকে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ উপস্থিত করা হইল। রমণীটি নিজ ধর্মে অটল থাকিয়া আগুনে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতে থাকিলে তাহার শিশু সন্তানটি বলিয়া উঠিল, 'মা, সবর অবলম্বন (করতঃ আগুনে প্রবেশ) করুন। আপনি ন্যায় পথে রহিয়াছেন।

—মুসলিম ২য় খণ্ড, ৪১৫ পৃঃ।

তারপর ঐ রাজার ও তাঁহার পাত্রমিত্রদের যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তো আল্লার কালামেই বলা হইয়াছে।

৬। নবম আয়াতের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে দ্বাদশ আয়াত পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য তিন প্রকার হইতে পারে।

(ক) উহা দ্বারা অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থাকারী অমুমিন শাসক দলকে এবং তাহাদের দ্বারা উৎপীড়িত মুমিনদিগকে বুঝান হইয়াছে।

(খ) উহা দ্বারা এক দিকে মক্কার কাফির মুশরিকদের প্রতি এবং অপর দিকে রসূলুল্লাহ সঃ ও মুমিনদের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

(গ) উহা দ্বারা এক দিকে সকল যুগের সকল অমুমিনের পরিণাম এবং অপর দিকে সকল যুগের সকল পয়গম্বর ও মুমিনদের পরিণাম বর্ণনা করা হইয়াছে।

তারপর দগ্ধ হওয়ার শাস্তিটি অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থাকারীদিগকে দুনয়াতে দেওয়া হইয়া থাকিলেও তাহারা জাহান্নামের আগুনের দহন-জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইবে না। কারণ যে কোন অমুমিন যদি কোন মুমিনকে দুনয়াতে যন্ত্রণা দেয় এবং উহা হইতে তওবা না করিয়া মারা যায় সেই অমুমিনকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়ার জ্বালা ভোগ করিতেই হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١٤ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ •

১৪। আর তিনিই চরম ক্ষমাকারী, পরম স্নেহবান, [পরম প্রিয়]।

١٥ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ •

১৫। 'আরশের মালিক, অতীব মর্যাদাবান,

١٦ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ •

১৬। যাহা ইচ্ছা করেন তাহা সম্পন্ন করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।৭

١٧ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ •

১৭। সজ্ঞগুলির বিবরণ কি আপনার নিকট পৌঁছিয়াছে ?

١٨ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ •

১৮। মিসর-রাজ ফির্‌আউনের ও সামূদ জাতির সজ্ঞগুলির) ?৮

৭। চতুর্দশ আয়াত হইতে ষষ্ঠদশ আয়াত পর্যন্ত আয়াত তিনটিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পাঁচটি গুণ উল্লেখ করতঃ পূর্ব-বর্ণিত বিবরণকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন করেন। গুণগুলির ব্যাখ্যা এইরূপ ঃ

(ক) তিনি মুমিনদের চরম ক্ষমাকারী। মুমিনেরা আল্লার সামনে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে বলিয়া আল্লাহ তাআলা তাহাদের সকল দোষ ত্রুটী মাফ করিয়া দেন।

(খ) মুমিনদের ঐ আত্মসমর্পণের দরুণ আল্লাহ তাআলা তাঁহার মুমিন বান্দাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং মুমিন বান্দাগণও আল্লাহ তা'আলাকে অত্যন্ত ভালবাসে। আর পরস্পর এই ভালাসাবাসির কারণে আল্লাহ তা'আলা এক দিকে যেমন তাহাদের দোষ-ত্রুটি মাফ করিয়া দেন, তেমনই আবার তাহাদিগকে অধিকতর মূল্যে দানের উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের আখিরাত আরও সুখময় করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে নানা প্রকার বিপদ-আপদ ও অত্যাচার উৎপীড়নের সম্মুখীন করিয়া থাকেন। মুমিন বান্দাদেরে দুনয়াতে বালা-মুসীবত দেওয়া তাহাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালবাসারই নিদর্শন। নচেৎ তাঁহার আর একটি গুণ যখন

(গ) (ذُو الْعَرْش) 'আরশের মালিক' তখন তাঁহার ক্ষমতার সামনে ঐ অগ্নিকুণ্ডের মালিকদল এবং যাবতীয় ধর্মদ্রোহী অমুমিনের দল অতি তুচ্ছ। তিনি ইচ্ছা করিলে একমুহূর্তে তাহাদেরে নিঃশেষ করিয়া মুমিনদিগকে মুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি নিজ বান্দাদিগকে পরম সফলতা দানের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়া থাকেন। তাঁহার চতুর্থ গুণটিকে

(ঘ) الْمَجِيد—'অতীব মর্যাদাবান' বলা হইয়াছে। তাই আল্লাহ তাআলা নিজ মর্যাদা রক্ষা কল্পে তাঁহার ভক্ত, আশ্রিত মুমিনদিগকে পরকালে অবশ্যই সফলকাম করিবেন এবং বিদ্রোহী, অবাধ্য মুশরিক কাফিরদিগকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন।

(ঙ) فَعَّال لِمَا يُرِيد তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা সম্পাদন করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান, কাজেই আল্লাহ তাআলা তাঁহার মুমিন বান্দাদিগকে জান্নাতে স্থান দিলে তাহাতে যেমন আপত্তি উত্থাপন করিবার কেহই নাই, সেইরূপ তিনি অবিশ্বাসী কাফির মুশরিকদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিলে তাহাতে বাধা দিবারও কেহই নাই।

৮। অগ্নিকুণ্ডের ঘটনাটির যে বিবরণ এ পর্যন্ত দেওয়া হইল তাহা ঘটিয়াছিল রসূলুল্লাহ সঃ-র জন্মের প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে। কাজেই উহা তৎকালীন আরবদের নিকটে একটি আধুনিক ঘটনাই ছিল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৭ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۙ

১৭। বস্তুত: যাহারা অন্তরে অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা মৌখিক অস্বীকারে দৃঢ় থাকিবেই।

২০ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۚ

২০। আর আল্লাহ্ তাহাদের পাশ্চাৎ দিক হইতে বেষ্টনকারী হইয়া রহিয়াছেন।৯

২১ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۙ

২১। বস্তুতঃ উহা মর্যদাবানের মর্যাদাযুক্ত কুরআন,

২২ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۟

২২। সুরক্ষিত পাতে বিদ্যমান।১০

—•—

তারপর তৎকালীন আরবদের পক্ষে মধ্যযুগীয় এমন একটি ঘটনার এবং প্রাচীন যুগীয় এমন একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হইয়াছে যাহা আরবদের নিকট সুবিদিত ছিল। মধ্যযুগীয় ঘটনাটি হইতেছে মিসর-রাজ ফিরআউন সম্পর্কিত আর প্রাচীন যুগীয় ঘটনাটি হইতেছে সামূদ জাতি সম্পর্কিত। মিসর দেশ মক্কা মদীনা অঞ্চলের নিকটবর্তী বলিয়া ফিরআউনের ইতিহাস ঐ অঞ্চলের লোকদের বেশ জানা ছিল। আর সামূদ জাতি যেহেতু আরব দেশেরই অধিবাসী ছিল কাজেই আরবের লোকেরা সামূদ জাতির ইতিহাসও বেশ ভালভাবেই জানিত।

মিসর-রাজ ফিরআউনের ও সামূদ জাতির সজ্ঘদের উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সঃ-কে ও মুমিনদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, কি আধুনিক যুগে, কি মধ্যযুগে, কি প্রাচীন যুগে—সকল যুগেই আল্লাহ তা'আলার ঐ একই নীতি, ঐ একই ব্যবস্থা পালিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। পয়গম্বর ও তাঁহার ভক্ত মুমিনগণ প্রথম প্রথম অমুমিনদের দ্বারা উৎপীড়িত ও নির্যাতিত হয়। কিন্তু কালক্রমে মুমিনগণ সফলকাম হয় এবং অমুমিনগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

৯। আবার আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সঃ-কে ও মুমিনদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন যে, তিনি কাফির মুশরিকদিগকে তাহাদের পিছন দিক হইতে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া তিনি যে কোন মুহূর্তে তাহাদিগকে আক্রমণ করতঃ ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। অর্থাৎ তাহাদের ধ্বংস আসন্ন ও অনিবার্য। আবার তাহারা পশ্চাৎ দিক হইতে বেষ্টিত বলিয়া আল্লাহ তা'আলা যখন তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিবেন তখন তাহাদের কেহই পলায়ন করিয়া বাঁচিতে পারিবে না।

আয়াতটির আর একটি তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অলক্ষিতে তাহাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছেন এবং তাহাদিগকে তদনুযায়ী শাস্তি দিবেন।

১০। আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সঃ-কে ও মুমিনদিগকে আর এক দফা এই বলিয়া সান্ত্বনা দেন যে, মুমনদের সফলতা ও পুরস্কারের এবং অমুমিনদের ব্যর্থতা ও শাস্তির যে কথা এখন বলা হইল তাহা মহান আল্লাহ তা'আলার মহান, সুরক্ষিত বাণী—আল কুরআনের কথা। ইহা অপরিবর্তনীয়, অখণ্ডনীয়, অনিবার্য ও অবধারিত। ইহার অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা সংশয় নাই। অতএব রসূল সঃ-র ও মুমিনদের পক্ষে সবর অবলম্বন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মারাম—বঙ্গানুবাদ

আবু য়ূসুফ দেওবন্দী

بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

শিকারের জানোয়ার ও যবহ-করা জানোয়ার

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

৪৯২। জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ রাঃ বলেন যে, যে কোন জীবজন্তুকে পানাহার করিতে না দিয়া [বাঁধিয়া রাখিয়া] মারিয়া ফেলিতে রসূলুল্লাহ সঃ নিষেধ করিয়াছেন।৬—মুসলিম।

৪৯৩। শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক ব্যাপারে উত্তম পন্থা অবলম্বন করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যা করিবে তখন উত্তমভাবে হত্যা করিও; এবং যখন কোন প্রাণী যবহ করিবে তখন উত্তমভাবে যবহ করিও। তোমাদের প্রত্যেকেই যেন যবহ করিবার পূর্বে তাহার ছুরি ধারালো করিয়া লয় এবং তাহার যবহ করা জানোয়ারকে [ভোঁতা ছুরি দ্বারা] যেন কষ্ট না দেয়।"—মুসলিম।

৪৯৪। আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

"মায়ের যবহই হইতেছে ভ্রূণের যবহ।"৭—আহ্‌মদ। ইব্‌ন হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৪৯৫। (ক) ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

---

৬। এই প্রকার আচরণ অত্যন্ত জঘন্য। এ সম্পর্কে নবী সঃ আরও বলিয়াছেন, "একটি বিড়ালের কারণে একজন স্ত্রীলোককে জাহান্নামে দাখিল হইতে হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি ঐ বিড়ালটিকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাকে কিছুই খাইতে দেয় নাই। [ফলে, বিড়ালটি খাইতে না পাইয়া মারা যায়।] ঐ স্ত্রীলোকটি বিড়ালটিকে ছাড়িয়াও দেয় নাই যাহাতে সে পোকা মাকড়, কীট-পতঙ্গ ধরিয়া খাইয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিত।—বুখারী, ৪৬৭ পৃঃ।

৭। তিরমিযী ও আবু দাউদ হাদীস গ্রন্থদ্বয়েও এই হাদীসটি পাওয়া যায়। কিন্তু উহার সনদ য'ঈফ। হাদীসটির মর্ম এই যে, কোন উট্‌নী, গাভী প্রভৃতি জানোয়ারকে যবহ করার পরে যদি তাহার পেটে মৃত বাচ্চা পাওয়া যায় তাহা হইলে উহা খাওয়া হালাল হইবে।

এই মসআলাতে ইমামদের মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফি'ঈর মতে উহা খাওয়া হালাল। ইমাম

www.ahlehadeethbd.org

المسلم يكفيه اسمه فان نسي ان

يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل

"মুসলিমের পক্ষে আল্লার নাম লওয়াই যথেষ্ট। কাজেই সে যদি যবহ করিবার সময় আল্লার নাম লইতে ভুলিয়া যায় তবে সে খাইবার সময় আল্লার নাম লইবে এবং তারপর খাইবে।" —দারকুৎনী। এই হাদীসে এমন একজন বর্ণনাকারী রহিয়াছে যাহা'র স্মরণ-শক্তি দুর্ব্বল। তদুপরি ইহার বর্ণনা শৃঙ্খলে মুহম্মদ ইবন য়াযীদ ইবন সিনান রহিয়াছেন। তিনি সত্যবাদী বটে, কিন্তু হাদীস ব্যাপারে তিনি য'ঈফ।

'আবদুর রাযযাক সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, ইহা ইবন আব্বাসের বাণী। (নবী সঃ-র বাণী নয়।)

(খ) আবু দাউদ গ্রন্থে এই মর্মে একটি মুরসল হাদীস পাওয়া যায়। উহার ইবারত এই—

ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله

عليها ام لم يذكره

"মুসলিমের যবহ করা জানোয়ার হালাল— সে যবহকালে আল্লার নাম উচ্চারণ করুক অথবা নাই করুক।"৮—ইহার বাকী বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

——

মালিক বলেন, বাচ্চাটি যদি পূর্ণাঙ্গ হয় এবং উহার গায়ে লোম গজাইয়া থাকে তবে উহা খাওয়া হালাল, নচেৎ হালাল নহে। ইমাম আবু হানীফার মতে উহা খাওয়া হালাল হইবে না।

আর পেটের বাচ্চাটি যদি জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহা হইলে উহাকে যবহ করিয়া খাওয়া সকল ইমামের মতেই হালাল হইবে।

৮। কোন মুসলিম যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক আল্লার নাম ত্যাগ করিয়া যবহ করে তাহা হইলে ঐ যবহ-করা জানোয়ার হালাল হইবে না কিন্তু সে যদি আল্লার নাম লইতে ভুলিয়া গিয়া যবহ করিয়া বসে তাহা হইলে সকল ইমামের মতেই উহা খাওয়া হালাল হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بَابُ الْاَضَاحِيِّ

কুরবানী১

৪৯৬। আনাস ইবনে মালিক রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ শিং ওয়ালা সাদা-কাল বর্ণের দুইটি মেষ কুরবানী করিতেন। তিনি [উহা যবহ করিবার পূর্বে] 'বিসমিল্লাহ' বলিতেন ও 'আল্লাহু আকবার' বলিতেন এবং উহার পার্শ্ব-দেশের উপরে নিজ পা রাখিতেন। তিনি মেষ দুইটিকে নিজ হাতে যবহ করিতেন।

—[বুখারী।]

[বুখারী মু'আল্লাক] এক রিওয়াতে আছে, "মোটা মোটা দুইটি মেষ।"

আবূ 'আওানার রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, "দামী দুইটি মেষ।"

মুসলিমের এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলিতেন।

৪৯৭। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ এমন একটি শিংওয়ালা মেষ আনিতে আদেশ করিলেন যাহার পা গুলি, পেটটি ও দুই চোখের চারি পাশ কাল ছিল। ফলে, কুরবানী করিবার জন্যে মেষটিকে আনা হইলে নবী সঃ বলিলেন,

يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ

ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ

"হে আয়িশা, ছোরাটি আন।" তারপর বলিলেন, 'ছোরাটিকে পাথরে ঘষিয়া ধারাল করিয়া আনিও।"

অনন্তর আয়িশা উহা করিলে নবী সঃ ছোরাটি লইলেন এবং মেষটিকে ধরিয়া শোয়াইলেন। তারপর তিনি উহা যবহ করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন,

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ

وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ •

'বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ, তুমি মুহাম্মদের ও মুহাম্মদের পরিবার পরিজনের পক্ষ হইতে এবং মুহাম্মদের উম্মতের পক্ষ হইতে কবুল কর।"

তারপর তিনি উহা কুরবানী করিলেন।

— মুসলিম।

৪৯৮। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ

فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا •

"যাহার সঙ্গতি রহিয়াছে অথচ সে কুরবানী না করে সে যেন আমাদের ঈদগাহের

১। যুল্‌হিজ্জা মাসের দশম তারীখে হাজীগণ মিনাতে যে জানোয়ার যবহ করিয়া থাকে তাহাকে শারী'আতে هدى (হাদ্‌ঈ) বলা হয়। আর ঐ তারীখে অপরাপর মুসলিমগণ 'ঈদুল আয্‌হা নামাযের পরে যে জানোয়ার যবহ করিয়া থাকে তাহাকে শরী'আতে اضحية (উয্‌হীয়া) বলা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে উভয় প্রকারকেই কুরবানী বলিয়া থাকে।

এই অধ্যায়ে কুরবানীর জানোয়ার সম্পর্কে যে সকল শর্ত আরোপ করা হইয়াছে তাহা উভয় প্রকার কুরবানীর জানোয়ারের প্রতি প্রযোজ্য।

www.ahlehadeethbd.org

নিকটেও না আসে।"২—আহমদ ও ইবন মাজা। হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন কিন্তু অপর ইমামগণ বলেন যে, ইহা আবূ-হুরাইরা রাঃ-র বাণী হওয়াই অধিকতর সহীহ।

৪৯৯। জুনদুব ইবন সুফয়ান রাঃ বলেন, [একদা] আমি রসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত ইদুল-আয্হার নামাযে উপস্থিত ছিলাম। অনন্তর তিনি যখন লোকদেরে লইয়া নামায পড়া সমাপ্ত করিলেন তখন দেখিলেন যে, একটি ছাগল ইতি-পূর্বে যবহ করা হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَّكَانَهَا وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ ۔

"যে ব্যক্তি [ঈদুল আয্হার] নামাযের পূর্বে যবহ করিয়াছে সে যেন উহার স্থলে আর একটি ছাগল কুরবানী করে। আর যে ব্যক্তি [এখনও] যবহ করে নাই সে যেন আল্লার নাম লইয়া যবহ করে।"—বুখারী ও মুসলিম।

৫০০। বারা' ইবন 'আযিব রাঃ বলেন, [একদা] রসূলুল্লাহ সঃ আমাদের সামনে খুতবা দিতে দাঁড়াইয়া বলিলেন,

اَرْبَعٌ لَّا تَجُوْزُ فِى الضَّحَايَا اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَبِيْرَةُ الَّتِىْ لَا تُنْقِىْ ۔

"চারি প্রকার জানোয়ার কুরবানী করা জায়িয হইবে না। এক চক্ষু একবারে অন্ধ, [কাজেই দুই চক্ষু অন্ধ হইলে তাহা কুরবানী করা জায়িয হইবে না।] স্পষ্টভাবে পীড়িত, পরিষ্কার খোঁড়া এবং এমন বৃদ্ধ যাহার অস্থি মজ্জা-শূন্য হইয়াছে।"৩—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়। ইহাকে তিরমিযী ও ইবন হিব্বান সহীহ বলিয়াছেন।

৫০১। জাবির রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

২। হাদীসে বর্ণিত 'সঙ্গতি থাকবে' তাৎপর্য সকল ইমামের মতেই 'যাকাত ফরয হওয়া' ধরা হয়। যাহারই উপর যাকাত ফরয তাহাকেই শরী'আতে 'সঙ্গতি-সম্পন্ন' ও 'ধনবান' বলা হয় এবং তাহারই পক্ষে এই হাদীস অনুসারে অধিকাংশ ইমামের মতে কুরবানী করা সুন্নাত এবং হানাফী মযহাব মতে ওাজিব হইবে।

৩। এখানে যে হাদীসগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাকে কাণা, খোঁড়া, রোগা, অতিবৃদ্ধ, কান-কাটা কান-চিরা, কান ফুটা দোষগুলির উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া ইহা মনে করা ঠিক হইবে না যে, এই দোষগুলি ছাড়া অন্য কোন দোষ থাকিলে সেই জানোয়ারটি কুরবানী করা চলিবে। বরং ইমামদের মত এই যে, এই বর্ণিত দোষগুলির উপর ভিত্তি করিয়া শিং-ভাঙ্গা পা কাটা, পায়ে ঘা প্রভৃতি অন্য কোন দোষও যদি থাকে তাহা হইলে উহা কুরবানী করা জায়িয হইবে না। ফল কথা কুরবাণীর জানোয়ার যথা সম্ভব দোষ-শূন্য হইতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان •

"যে জানোয়ারের জন্মকালীন দাঁত পড়িয়া গিয়া নূতন দাঁত গজায় নাই সেই জানোয়ার তোমরা কুরবানী করিও না। কিন্তু ঐ প্রকার জানোয়ার পাওয়া তোমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইলে তোমরা পূর্ণ ছয় মাস বয়সের মেষ কুরবানী করিতে পার।"—মুসলিম।

৫০২। 'আলী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে, [কুরবানীর জানোয়ার খরিদ করিবার সময়] আমরা যেন [ঐ জানোয়ারের) চোখ ও কান তন্ন তন্ন করিয়া দেখি। এবং যে জানোয়ারের এক চোখ অন্ধ, অথবা কানের সম্মুখের অংশ বা পশ্চাতের অংশ কাটা অবস্থায় লটকাইতে থাকে অথবা লম্বভাবে বা আড়াআড়ি কান-চিরা অথবা কান ছিদ্রযুক্ত হয় ঐরূপ জানোয়ার আমরা যেন কুরবানী না করি।৩—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়। তিরমিযী, ইবন হিব্বান ও হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৫০৩। আবূ তালিবের পুত্র 'আলী রাঃ বলেন, [বিদায় হজ্জে] রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কুরবানী করা উটগুলির নিকটে থাকিয়া আমি যেন উহার তত্বাবধান করিতে থাকি এবং উহার গোশত, চামড়া ও দেহাবরণ মিসকীনদের মধ্যে বিলাইয়া দেই। আর উহার কিছুই যেন কাটা ছিঁড়ার পারিশ্রমিক হিসাবে না দেই।৪

— বুখারী ও মুসলিম।

৫০৪। জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাঃ বলেন, হুদাইবিয়ার বৎসরে আমরা রসূলুল্লাহ সঃ-র সঙ্গে থাকিয়া সাত জনের পক্ষ হইতে একটি উট এবং সাত জনের পক্ষ হইতে একটি গরু কুরবানী করিয়াছিলাম।—মুসলিম।

৪। বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ সঃ নিজের পক্ষ হয়তে এক শত উট কুরবানী দেন। তন্মধ্যে তিনি নিজ হাতে ৬৩ তেষট্টিটি 'নহর' করেন এবং বাকী ৩৭ সাইত্রিশটি হযরত 'আলী নহর' করেন। (নহর—বুকে বর্শা মারিয়া রক্ত প্রবাহিত করা।) অনন্তর রসূলুল্লাহ সঃ হযরত 'আলীকে হাদীসে বর্ণিত নির্দেশ দিয়া অন্য কাজে চলিয়া যান।

——

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি

॥ অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুসলিম রেনেসাঁ পর্ব

মুসলিম নেতৃত্বে পরিচালিত সিপাহী সংগ্রাম কামিয়াব না হইলেও একেবারে বৃথা যায় নাই। হিন্দু এবং শিখদের পশ্চাদ-অপসরণ হইতে মুসলিম জাতি বেশ খানিকটা শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছে। সুতরাং রাজ শক্তির পরিবর্তনকে হিন্দুদের মত স্বাভাবিকভাবে মানিয়া লইতে না পারিলেও আজাদীর লড়াই চালাইবার জন্য যে নয়া কার্যক্রম এবং নূতন কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন রহিয়াছে সে সম্পর্কে তাহারা সজাগ হন। সিপাহী বিপ্লবোত্তর এই নয়া জাগরণের কালকে মুসলিম রেনেসাঁর যুগ বলা যাইতে পারে। ইংরেজী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কবুল করিয়া মুসলিম শিক্ষার পুনর্গঠন, ইসলামী ইতিহাস ও তমদ্দুনের নূতন পাঠ গ্রহণ, ধর্মীয় চিন্তধারার পুনর্বিন্যাস, মুসলিম জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং মুসলমানদের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি—এ সবই মুসলিম রেনেসাঁ পর্বের ফসল।

হিন্দু ধর্মীয় পুনর্জাগরণ আন্দোলন

মুসলমান সমাজ যেমন মোহাম্মদী সংস্কার আন্দোলন বা পরবর্তী রেনেসাঁ আন্দোলন মারফত স্বতন্ত্র জাতিত্ব বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন হিন্দু সমাজও তেমনি হিন্দু পুনর্জাগরণ (Hindu Revival) আন্দোলন মারফত হিন্দু জাতিত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন।

ইংরাজ শাসন আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তমদ্দুনের আলোকচ্ছটায় হিন্দু সমাজের এক শ্রেণীর চোখ ঝলসাইয়া গিয়াছিল। তাহারা সহজেই বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য পুষ্ট খৃষ্টান মিশানারীদের দ্বারা ধর্মান্তরিত হইতেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এই ধর্মত্যাগ রোধ করিবার মানসে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। কেশব সেন এই ব্রহ্ম সমাজকে 'খৃষ্টবিহীন খৃষ্টান সমাজে' রূপান্তরিত করেন।

কিন্তু গোড়া সনাতনপন্থী হিন্দু সমাজ নীরব দর্শকের ভূমিকায় বসিয়াছিলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের 'ধর্ম ও সমাজ' রক্ষা করিবার জন্য ১৮৩৮ সালে কালীপ্রসাদ ঘোষের নেতৃত্বে 'ধর্ম সভা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। এই প্রতিষ্ঠান হিন্দু ধর্মের যে কোন প্রকার সংস্কারের বিরোধী ছিল। হিন্দু গোঁড়ামীর এই ধারাই ব্যাপক পরিচয় মিলে সিপাহী বিপ্লব পরবর্তী 'আর্য সমাজ' আন্দোলনের মধ্যে। গুজরাটের স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই সমাজ কায়েম করেন। আর্য সমাজের শ্লোগান ছিল "বেদের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।" এই সমাজ খৃষ্ট ধর্মের বিরোধী ছিল বটে কিন্তু ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার করাই ছিল ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাঞ্জাব এবং যুক্ত প্রদেশে এই সমাজ ব্যাপক হিন্দু গণসমর্থন লাভ করে।

স্বামী দয়ানন্দের প্রায় সমসাময়িক সময়ে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস বাংলার শিক্ষিত হিন্দু সমাজে বেশ প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠিত করিবার সাধনায় লাগিয়া যান এবং রামকৃষ্ণ মিশন কায়েম করেন। হিন্দু ধর্মের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগোতে

www.ahlehadeethbd.org

অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যোগদান করেন। বিবেকানন্দ তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়ত উদার ছিলেন।

সেই বিশ্বধর্ম সম্মেলনে প্রদত্ত তাহার ভাষণে ইসলাম রূপদেহে বেদান্তের মস্তিষ্ক ঢুকাইয়া ভবিষ্যতের জন্য এক আদর্শ ভারতের স্বপ্ন তিনি মনস চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।

ইসলামের রক্ত, গোস্ত ও হাড্ডির মধ্যে বেদান্তের আদর্শ দাখিল করাইয়া বিবেকানন্দ কোন অপূর্ব চীজ পয়দা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আমাদের বোধগম্য না হইলেও বিবেকানন্দ ইসলামকে হিন্দুত্ববাদের মধ্যে ডুবাইয়া দিবার যে 'উদারতা' দেখাইয়াছিলেন তাহাই যে পরবর্তী হিন্দু ভারতীয় রাজনীতিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে তাহাতে আমার কিছু মাত্র দ্বিধা নাই। হিন্দু কংগ্রেস তথা মহাত্মা গান্ধীর যে উদার রাজনীতির শ্লোগান মুসলিম জাতিকে হিন্দু জাতির মধ্যে 'দাখিল' করাইবার জন্য পাক-হিন্দের আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেছিল তাহার সাংস্কৃতিক ভিত্তি যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও অন্যান্য হিন্দু সংস্কারকদের ধর্মীয় আন্দোলন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অন্যান্য হিন্দু সংস্কার আন্দোলন সমূহের মধ্যে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের প্রার্থনা সমাজ, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজের ব্রহ্মজ্ঞান সমিতি প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত আন্দোলনই ভারতীয় হিন্দু রাজনীতির জন্মদাতা, 'দি মেকিং অব মডার্ণ ইণ্ডিয়ার'র লেখক এস, আর, শর্মা যথার্থই বলিয়াছেন—"মারাঠা, শিখ প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি সমূহের প্রতিষ্ঠা যে বিরাট ধর্মীয় আন্দোলনকে অনুসরণ করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা রহিয়াছে। তাই আধুনিক 'স্বরাজ' আন্দোলনও যে একটি প্রবল ধর্মীয় পুনরুত্থান (Revival) আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় তাহাতে অবাক হইবার কিছু নাই।" (৫৭১ পৃঃ)

সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, হিন্দু ধর্মীয় পুনরুত্থান আন্দোলনই হিন্দু রাজনীতির প্রবর্তক। তাই এই ধর্ম আন্দোলনের প্রভাব হিন্দু রাজনীতিকে যতই প্রভাবান্বিত করিতে থাকে মুসলিম সমাজও ততই ইসলামী তমদ্দুন সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হইতে থাকে। হিন্দু সংস্কার আন্দোলন যতই হিন্দু রাজনীতিকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে তথাকথিত ওয়াহ্হাবী আন্দোলন বা জিহাদ আন্দোলনের প্রভাবও ততই মুসলিম সমাজে কার্যকরী হইতে থাকে। তদুপরি খৃষ্টান মিশনারীদের মুকাবিলায় মুসলিম সমাজেও ধর্মীয় আন্দোলন দানা বাঁধিতে থাকে। এই ভাবে হিন্দু সমাজ হিন্দুত্ববাদের ভিত্তিতে এবং মুসলমান সমাজ ইসলামী সমাজদর্শন ও তমদ্দুনের ভিত্তিতে সংগঠিত হইতে থাকে। কাজেই স্মরণ রাখা দরকার যে,পাক-হিন্দের দ্বিজাতিতত্ত্ব কায়েদে আজমের স্বকপোলকল্পিত জিনিস ছিলনা—হিন্দু পুনর্জাগরণ ও মুসলিম ধর্ম ও রেনেসাঁ আন্দোলনের মধ্যেই ইহার মূল নিহিত ছিল।

মুসলিম রেনেসাঁ ও শিক্ষা আন্দোলন

সিপাহী বিপ্লবের পর ইংরাজ শাসকদের রোষাগ্নি হইতে মুসলমানদিগকে বাঁচাইবার জন্য যিনি আগাইয়া আসিলেন তিনি হইতেছেন দিল্লীর সৈয়দ আহমদ খান। তিনি শুধু মাত্র মুসলমানদিগের ধন, মান ও জীবন রক্ষাই করিলেন না, বরং তাহাদের সর্বাংগীন কল্যাণ বিধান করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান সমিতি নামে একটি তমদ্দুন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন এবং ইহার মারফত মুসলিম সমাজকে আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহিত করিয়া তুলিতে যত্নবান হন, তিনি 'তাহযিবুস আখলাক' নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন; ইসলামের প্রগতিশীল রূপ সম্পর্কে দেশের শিক্ষিত সমাজকে ওয়াকিফহাল করাই ছিল পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, পাশ্চাত্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শিক্ষা ইসলাম বিরোধী নয়, ইসলামী জ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণ করিয়াই মুসলিম সমাজকে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

তাঁহার এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য তিনি মুসলিম শিক্ষার পুনর্গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৮৭৫ সালে আলীগড় কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজে আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। তদানীন্তন মুসলিম বুদ্ধিজীবি মহল সৈয়দ আহমদের শিক্ষা পরিকল্পনা সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই শিক্ষা আন্দোলনকে উপর মহলের আন্দোলন বলিয়া স্বীকার করিয়াও এ কথা বলা যায় যে, এই আলীগড়ই পরবর্তীকালের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের একটি বৃহত্তর অংশের জন্মদাতা।

সৈয়দ আহমদ খানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

১৮৬২ ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যে দুইটি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট বিধিবদ্ধ হয় তাহাদের উদ্দেশ্য ভারতীয় জনসাধারণকে স্বাধীনতার দিকে আগাইয়া দেওয়া ছিলনা বরং এই সব আইনের পিছনে সরকারের গণসংযোগ পরিকল্পনাই ছিল বেশী কার্যকরী। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন বিধিবদ্ধ হয়। সৈয়দ আহমদ খান বুঝিয়াছিলেন, ভারত বাসীর রাজনৈতিক অধিকারের অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। তাই তিনি মিউনিসিপালিটি, জেলা কাউন্সিল ও লোক্যাল বোর্ডসমূহে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র মনোনয়ন দাবী করেন। এই খানেই আমরা পরবর্তী কালের পৃথক নির্বাচন দাবীর বীজ উপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির বিরোধিতায় সৈয়দ আহমদ যে ধরণের রাজনীতি গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন, তাহাই পরবর্তীকালে পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে সামগ্রিকরূপ পরিগ্রহ করে, একথা সচ্ছন্দেই বলা চলে।

ভারতীয় কংগ্রেস

পাক-হিন্দের জনসাধারণের মধ্যে যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ব্যবধান বর্তমান ছিল তাহাকেই কাজে লাগাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ Divide and rule নীতি প্রয়োগ করিতে থাকে। মুরাদাবাদের বৃটিশ সেনাপতি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জন কোক, বোম্বাইয়ের গভর্ণর লর্ড এলফিনষ্টোন ও অন্যান্য দায়িত্বশীল বৃটিশ কর্মচারী এই নীতিকে কার্যকরী করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডফরীন ভারতের বড় লাট হইয়া আসেন। তিনি এই নীতিকে ব্যাপক ভিত্তিতে কাজে লাগানোর জন্য Allon Octovian Hume নামক সিভিলিয়ানকে নিযুক্ত করেন। ভারত সরকারের সঙ্গে হিন্দু সমাজের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করিবার জন্য হিউম সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়; ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে উহার প্রথম অধিবেশন হয়। বৃটিশ শাসন যে ভারতের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ তাহা প্রথম অধিবেশনের সভাপতি উমেশচন্দ্র বানার্জি পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন :

Then I put the question plainly: Is this congress nursery for sedition and rebellion against the British Government (Voices of "No, No") or is it another stone in the foundation of the stability of Government? (Cries of Yes, Yes)—আমি সরাসরি একটা প্রশ্ন করিতে চাই—এই কংগ্রেস দল কি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতা এবং বিদ্রোহের লালন ক্ষেত্র? (না না ধ্বনি) অথবা কংগ্রেস সরকারের স্থায়িত্বের জন্য অন্য একটি ভিত্তি-প্রস্তর স্বরূপ? (হাঁ হাঁ চীৎকার)।

বস্তুতঃ এই ভাবে বৃটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় জন্ম লাভ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করার উদ্দেশ্য লইয়াই ইহার যাত্রা শুরু হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কংগ্রেস সুচতুর ভাবে ভারতীয় হিন্দু সমাজের স্বার্থ ও দাবী দাওয়া আদায় করিতে শুরু করে। কংগ্রেসের দাবী হইল মূলতঃ দ্বিবিধ —

(ক) ভারতীয় সরকারের অধিকতর প্রতিনিধি (খ) এবং সরকারী চাকুরীতে সরাসরি প্রতিযোগিতা মূলক ও পরীক্ষা মারফত এ দেশীয়দের নিযুক্তি। বলা বাহুল্য যে, মুসলিম স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিবার উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস এই দাবী করিয়াছিল। কেননা সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে যে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার কায়েম হইবে তাহা হইবে আসলে 'হিন্দু রাজ'। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম সমাজে তখনও ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয় নাই; কাজেই প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা মারফত সরকারী চাকুরী হাসিল মুসলমানদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল।

সৈয়দ আহমদ খান প্রবলভাবে কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা করিলেন এবং মুসলমানদিগকে কংগ্রেসে যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি 'মুশতারিকা জামা'তে মুহিব্বানে হিন্দ' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলেন। ইহা ছাড়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন কায়েম করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস যখন কলিকাতায় চতুর্থ অধিবেশন আহ্বান করে তখন সেই শহরেই মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহুত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজের দৃষ্টিকে কংগ্রেসের দিক হইতে ফিরাইয়া আনা। সৈয়দ আহমদ ইহাতে বেশ সাফল্য অর্জন করেন পাক হিন্দের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সৈয়দ আহমদের সংগ্রামের ফলে মুসলিম জাতির মধ্যে রাজনীতিক স্বাতন্ত্রবোধ বিশেষ রূপ লাভ করে। সাংস্কৃতিক, শিক্ষানৈতিক এবং রাজনীতিক যে কোন দিক হইতেই বিচার করা হউক না কেন, মুসলিম নব জাগরণের নকীব হিসাবে সৈয়দ আহমদ খানের নাম পাক ভারতের মুসলিম জাতির হৃদয়ে চির জাগরুক থাকিবে।

সৈয়দ আহমদ খানের পর যে মনীষীর অমর লেখনী মুসলিম জাতির চিন্তা জগতে বৈপ্লবিক চেতনা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে তিনি হইতেছেন 'স্পিরিট অব ইসলাম' এবং হিষ্ট্রি অব দি সেরাসিন' এর বিশ্ববিশ্রুত লেখক জাষ্টিস আমীর আলী। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রগতিশীলতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। তিনি মনে করিতেন ইসলামই প্রগতির উদ্গাতা।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমীর আলীর Spirit of Islam প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের মারফত তিনি বিশ্ব-নবী হযরত মোহাম্মদের (দঃ) চারিত্রিক মাধুর্য ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় বিশ্ববাসীর চোখের সামনে তুলিয়া ধরেন। দ্বিতীয় খণ্ডের মারফত বিশ্বনবীর সার্বজনীন শিক্ষা ও সুমহান আদর্শের পরিচয় প্রাচ্যের শিথিল বিশ্বাস মুসলিম এবং পাশ্চাত্যের ইসলাম-অনভিজ্ঞ খৃষ্টান সমাজের নিকট অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে উপস্থিত করেন। এই গ্রন্থ পাক ভারতের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলিম সমাজে যে ব্যাপক আদর্শ সচেতনতার জন্ম দেয় তাহার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়াতেই পরবর্তী 'আজাদ ভারতের আজাদ ইসলাম' প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সক্রিয় হইয়া উঠে। তাই আমি 'স্পিরিট অব ইসলাম' গ্রন্থটিকে পাকিস্তান আন্দোলনের একটি বিরাট হাতিয়ার বলিয়া মনে করি। ইসলামের সার্বজনীন ধর্মীয় মতবাদ, ইহার মহান যুদ্ধনীতি, পরমত সহিষ্ণুতা, দাসপ্রথার বিলোপ, নারীর অধিকার, ব্যাপক গণশিক্ষা প্রবর্তন, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রয়োগ এবং সর্বোপরি ইসলামী গণতন্ত্রের সার্বিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক ও সামগ্রিক আলোচনা দ্বারা আমীর আলী প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, ইসলাম প্রগতির ধর্ম, শান্তির ধর্ম ও মানবতার ধর্ম।

স্পিরিট অব ইসলাম গ্রন্থে আমীর আলী ইসলামে মতবাদগত দিকটি আলোচনা করিয়াছেন History of the Saracenes গ্রন্থের মারফত তিনি দেখাইয়াছেন যে, ইসলাম গ্রহণকারী আরব জাতি কি ভাবে বিশ্বের প্রগতি, শিক্ষা ও তমদ্দুনকে সমুন্নত করিবার জন্য সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

পয়গামে মসীহ্

॥ আবদুন্ নঈম চৌধুরী ॥

হজরত ঈসার (আঃ) নাম পৃথিবীর বিখ্যাত তিনটী ধর্ম—ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে। ইহুদী ধর্ম মতে হযরত ঈসা (আঃ) একজন প্রবঞ্চক ও যাদুকর। প্রচলিত খৃষ্টীয় মতে তিনি খোদার পুত্র ও স্বয়ং খোদা, পৃথিবীর পাপ মোচন করিবার জন্য মনুষ্যাকারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইহুদীদের নির্যাতন সহ্য করিয়া শূলে আত্মবিসর্জন দেন। ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস মতে হজরত ঈসা (আঃ) ছিলেন ইস্রাইলী গোষ্ঠির শেষ পয়গম্বর। ইস্রাইলীদের মধ্যে হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে এবং বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) শুভাগমন সংবাদ প্রচার করিবার জন্য আল্লাহ তালা তাঁহাকে অলৌকিক ক্ষমতাসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তাঁহার সংস্কার ও প্রচারের বিরুদ্ধে তদানীন্তন ইহুদী ধর্মযাজকগণ তাঁহাকে প্রবল বাঁধা প্রদান করে। অবশেষে ইহুদী ধর্ম-যাজকগণ তাঁহাকে শূলে দিয়া হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিলে আল্লাহ তালা তাঁহাকে জীবন্ত সশরীরে আকাশে উত্তোলন করিয়া নেন। তাঁহার স্থলে তাঁহার চেহারার সদৃশ এবং তাঁহারই অন্যতম শিষ্য যিহুদা ইস্করিয়তিকে ইহুদী ধর্মযাজকগণ শূলে অর্পণ করিয়া হত্যা করে। হজরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে ইহুদী-গণের বিপরীত বিশ্বাস থাকার দরুণ তাহারা হজরত ঈসার (আঃ) বাণী রক্ষা করে নাই বরং তাহা ধ্বংস করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করে।

আমীর আলী মুসলিম জাতির অতীত গৌরবকে এই গ্রন্থে জাজ্জ্বল্যমান করিয়াছেন। সমৃদ্ধ অতীতের ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়া পাক হিন্দের মুসলিম জাতি নূতন বর্তমানকে গড়িয়া তুলিবার প্রেরণা যে বহুলাংশে আমীর আলীর নিকট হইতে পাইয়াছেন, মুসলিম জাগরণের ইতিহাস পর্যালোচনা কালে আমাদিগকে সে কথা অবশ্যই স্মরণ করিতে হইবে।

আমীর আলী যে শুধুমাত্র ইসলামী আদর্শ ও তমদ্দুনের পুঁথিগত অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন তাহা নয়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রাজনীতিতেও নেতৃত্ব দিতে আগাইয়া আসেন। যে আমীর আলী কংগ্রেসের দ্বিতীয় কলিকাতা অধিবেশনে যোগদান করিয়া জাতীয়তাবাদী হিসাবে পরিচিত হন, সেই আমীর আলীরই নেতৃত্ব মুসলিম সমাজ ১৯০৯ সালে ভারত সচিব লর্ড মলীকে তাহাদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রবর্তন করিতে বাধ্য করেন। সৈয়দ আহমদ এবং আমীর আলী উভয়েই প্রধানতঃ শিক্ষা ও তমদ্দুনের অনুশীলন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মুসলিম জাতির রাজনীতির অধিকার সংরক্ষণ ভিন্ন যে ইসলামী শিক্ষা ও তমদ্দুনের বিকাশ সম্ভব নয়, ফলে উভয়েই রাজনীতিক আন্দোলনের পর্যায়ে নামিয়া আসেন।

(আগামী বারে সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অপরপক্ষে খৃষ্টানগণ হজরত ঈসার (আঃ) জীবনী ও তাঁহার বাণী রক্ষা করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও ইহুদী ষড়যন্ত্র ও রোমীয়গণের দমন নীতির প্রবল চাপে তাহা শুদ্ধরূপে ও সর্বাঙ্গীন রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। তবুও হজরত ঈসার (আঃ) জীবনী ও বাণীরূপে প্রচলিত ইঞ্জিলে যতটুকু পাওয়া যায় তাহারই সাহায্যে হজরত ঈসার (আঃ) আগমনের উদ্দেশ্যে ও তাঁহার পয়গাম সম্বন্ধে বক্ষমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হইবে।

প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্মমতে হজরত ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র ও তিন খোদার অন্যতম হইলেও অধুনা মিশনারীগণের বিভিন্ন প্রচার পত্রে তাঁহার নবুওতের স্পষ্ট স্বীকৃতি বহুল ভাবে দৃষ্ট হয়। হয়ত বা মিশনারীগণ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে খৃষ্টীয় মতামত প্রচারের অন্যতম উপায়রূপে এইরূপ স্বীকৃতি প্রচার করিয়া থাকিতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে প্রচলিত ইঞ্জিলে তাঁহার নবুওতের কোন স্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। বেঙ্গলী খৃষ্টীয়ান ট্রাক্ট ক্লাব, মিশন হাউস, চাঁদপুর, কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত ও ঢাকা ৫ নম্বর জিন্না এভেনিউস্থিত 'এসমব্লীজ অব গড মিশন' কর্তৃক প্রচারিত "খোদার চিহ্ন" নামক প্রচার পুস্তিকার ৫ম পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ ছত্রে উল্লেখিত হয় যে,—"আমরা ঈসা নবীর জীবনের অনেক গল্প জানি ···।" অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ৯ম ছত্রে বলা হয়—"তবে ঈসা নবীর জীবনী সম্বন্ধে লিখিত সুসমাচার পাঠ করুন।" তৎপর ১৯শ ছত্রে বলা হয়—'কিন্তু ঈসা নবীকে যখন তাঁর বন্ধুরা ত্যাগ করিলেন।" অতএব খৃষ্টানগণ যে কারণেই হউক হজরত ঈসার (আঃ) নবুওতের কথা অধুনা স্পষ্টরূপে স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং নবুওতের এই স্বীকৃতি স্পষ্টতঃ প্রমাণ করে যে, খৃষ্টানদের মতে হজরত ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র অথবা স্বয়ং খোদা নহেন। কারণ খোদা কিংবা খোদার পুত্রের সহিত নবুওতের সংমিশ্রণ হওয়ার কথা পৃথিবীর সকল ধর্মেই অজ্ঞাত। উপরন্তু হজরত ঈসার (আঃ) পর ইস্রাইলীদের মধ্যে আর কোনও নবীর আবির্ভাব হয় নাই—একথা সর্ববাদিসম্মত ও সর্ব স্বীকৃত।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী মতে হজরত ঈসা (আঃ) ইস্রাইলীদের শেষ-পয়গম্বর হওয়ার কথাটী খৃষ্টানদেরও স্বীকৃত বিষয়। অতএব হজরত ঈসা (আঃ) এর নিশ্চয় কোন বিশেষ পয়গাম ছিল—এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকিতে পারেনা। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী ইহুদীদের বিপরীত প্রচারণার প্রবল চাপে হজরত ঈসার (আঃ) পয়গাম স্তিমিত হইয়া তদস্থলে তাঁহার জীবনের কতক বিকৃত ঘটনা খৃষ্টান বিশ্বাসের মূলমন্ত্রে পরিণত হয়। ইহুদীগণের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অপপ্রচারের দরুণ হজরত ঈসার (আঃ) শূলে প্রাণ বিসর্জনের অলীক প্রবাদ ক্রমান্বয়ে খৃষ্টীয় ধর্মমতের মূল অঙ্গ হইয়া উঠে এবং ঐরূপ আত্মবিসর্জনের কারণরূপে মানুষের পাপ মোচন ও পরকালে পরিত্রাণের গল্প দানা বাঁধিয়া প্রচলিত খৃষ্টান ধর্মের ঈমান ও বিশ্বাসের প্রধান বিষয়বস্তু বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

হজরত ঈসার (আঃ) পয়গাম উপলব্ধি করিতে হইলে তদীয় যুগে ইস্রাইলী গোষ্টির সামাজিক অবস্থার পরিচয় লাভ করা একান্ত আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে ও তাঁহার পয়গামের তাৎপর্য অনুধাবন করা অসম্ভব।

মরিয়ম পুত্র যীশু বা হজরত ঈসা (আঃ) ইস্রাইলী ছিলেন। প্যালেস্টাইন দেশে জর্ডন নদীর উভয় তীরে ইস্রাইলীগণ বসবাস করিত। হজরত ইব্রাহীম ছিলেন ইস্রাইলীগণের আদিপুরুষ। তাঁহার জন্মভূমি ছিল প্রাচীন বাবোল

www.ahlehadeethbd.org

রাজ্যের "উর" নগর। উর নগর বর্তমান ইরাক রাজ্যের তিল্লুল আবিব নগরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন বাবেলী বা ইরাকী। উর নগরে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচার আরম্ভ করিলে তথাকার পৌত্তলিক অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করে। পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধাচরণ উপেক্ষা করিয়া হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার প্রচার কার্য্য চালাইতে থাকিলে তাহারা তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করে। অগত্যা হজরত ইব্রাহীম (আঃ) জন্মভুমি পরিত্যাগ করিয়া প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত কেনান প্রান্তরে হিজরত করেন ও তথায় বসতি স্থাপন করেন। কেনানে তাঁহার দুই পুত্র ইসমাইল ও ইসহাকের জন্ম হয়। কালক্রমে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর আদেশে হজরত ইসমাইল (আঃ) ও তাঁহার মাতা বিবি হাজেরাকে হেজাজের অন্তর্বর্ত্তী পবিত্র মক্কা নগরীতে রাখিয়া আসেন। হজরত ইসহাক (আঃ) তাঁহার মাতাপিতাসহ কেনান প্রান্তরেই বসবাস করিতে থাকেন। পরবর্ত্তী কালে হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) ঐ দুই পুত্রের নামে দুইটী গোত্রের পত্তন হয়। হজরত ইসমাইলের সন্তানগণ ইসমাইলী এবং হজরত ইসহাকের পুত্র হজরত ইয়াকুব বা ইস্রাইলের সন্তানগণ ইস্রাইলী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রথমোক্ত গোত্র হেজাজে এবং দ্বিতীয় গোত্র কেনানে বসবাস করিতে থাকে।

হজরত ইব্রাহীমের প্রোপৌত্র হজরত ইউসুফ মিসর দেশে শাসন কর্তৃত্ব লাভ করিলে তিনি তাঁহার পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণকে মিসর দেশে লইয়া যান। তখন হইতেই ইস্রাইলীগণ মিসর দেশে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। পরবর্ত্তীকালে মিসরের ফেরাউন বাদশাহগণ ইস্রাইলীদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া উঠেন এবং তাহাদের প্রতি অশেষ নির্য্যাতন আরম্ভ করেন। প্রথম অবস্থায় ইস্রাইলীগণ মিসর দেশে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। কালক্রমে মিসর দেশে ধর্ম্মের পতন ঘটিলে মিসর রাজ ফেরাউনগণ মিসরবাসীদের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থায়ী করিবার জন্য নিজদেরকে খোদার অবতার বলিয়া প্রচার করেন। মিসরের আদিম অধিবাসীগণ তাহাদের অধিপতি ফেরাউনগণকে খোদার অবতার রূপে গ্রহণ করে কিন্তু একেশ্বরবাদী ইস্রাইলীগণের পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই। ফলে ইস্রাইলীগণ ফেরাউনদের বিরাগভাজন এবং যাবতীয় নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হন।

এইভাবে মিসর দেশে দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বীদলের সৃষ্টি হয়। একটা প্রভুত্বগর্বী খাস মিশরীয় অধিবাসীদের দল, অপরটী মযলুম ইস্রাইলী দল। প্রথমোক্ত দলটী ফেরাউনের অনুগত এবং দ্বিতীয়টী ফেরাউনের বিরোধী। ফেরাউনগণ দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রাদেশিকতার উস্কানী দিয়া প্রভুত্বের আসনে স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ ইসরাইলীগণ তাহাদের ধর্ম্মীয় মতবাদের দরুণ ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হন। ফেরাউনগণ ইসরাইলীদের প্রতি দিন দিন চাপ বৃদ্ধি করিতে থাকে। এইরূপে ইসরাইলীগণ মিসরবাসীর দাসে পরিণত হন।

মিসররাজ ফেরাউনদের বিদ্বেষ মূলক উৎপীড়নের ফলে ইস্রাইলীগণের মানসিক অবস্থার

Contents

অত্যন্ত অবনতি ঘটে। অধীনতার কঠিন চাপের দরুন ইসরাইলীদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন হইতে স্বাধীন জাতির যাবতীয় গুণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। ফেরাউনদের কঠিন চাপ হইতে ইসরাইলীগণকে মুক্ত করিবার জন্য আল্লাহতাআলা ইস্রাইলী বংশে মুসা (আঃ) কে নবী রূপে প্রেরণ করেন।

হজরত মুসা (আঃ) তাঁহার সমসাময়িক মিসর রাজ বা ফেরাউন দ্বিতীয় রেমেসিসকে বিশ্বপতি আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান করেন এবং তাওহিদের দাওয়াত দেন। কিন্তু ফেরাউন বারংবার হজরত মুসাকে (আঃ) প্রত্যাখ্যান করে এবং কঠিন হইতেকঠিনতর মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। ফেরাউনের পরিবর্তনের আশা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইলে আল্লাহ তাআলার আদেশে মুসা নবী ইসরাইলীগণকে সঙ্গে করিয়া মিসর দেশ পরিত্যাগ করেন। ইসরাইলীদের দেশ ত্যাগের সংবাদ জানিতে পারিয়া ফেরাউন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং মুসা নবী ও ইসাইলীগণকে ধ্বংস করিবার জন্য সসৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। ইসরাইলীগণ হজরত মুসার অনুবর্তী হইয়া ফেলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পথিমধ্যে লোহিত সাগরের প্রশস্ত প্রণালী অতিক্রম করিতে গিয়া ফেরাউন তাহার সৈন্যসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মুসা নবী ইসরাইলীগণকে লইয়া আল্লাহতাআলার রহমতে অপর তীরে পৌছিতে সমর্থ হন। হজরত মুসা (আঃ) ইসরাইলীগণকে হজরত ইব্রাহীমের আবাসভূমি কেনানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ইসরালীগণ তাহাদের হীন মানসিকতার জন্য চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সিনাই উপত্যকায় বিচরণ করিতে বাধ্য হয়। হজরত মুসার (আঃ) মৃত্যুর পর ইসরাইলীগণ জর্ডন নদী অতিক্রম করিয়া সমস্ত ফেলিস্তিন দেশে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। ইসরালীগণ বারটী গোত্রে বিভক্ত ছিল, ফলে ফেলিস্তিনে প্রতি গোত্রের একটি করিয়া ১২টি রাজ্য স্থাপিত হয়।

বিচ্ছিন্ন ইসরাইলী জাতির মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষি ও হিংসা বিদ্বেষের কারণে একে অপরের সহিত দ্বন্দ্বে মত্ত থাকায় ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছিল। তাহাদের দুর্বলতার সুযোগে পাশ্ববর্তী কেনান ও ফেলিস্তিনীগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকে। অতঃপর ইসরাইলীগণের প্রার্থনা মতে আল্লাহ তাআলা তাহাদের মধ্যে তালুত নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী বাদশার আবির্ভাব ঘটান। তালুত বিচ্ছিন্ন ইসরাইলী গোষ্ঠিকে একত্রিত করিয়া কেনানী ও ফেলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। তালুতের পর হজরত দাউদ (আঃ) তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হন। আল্লাহ তালা হজরত দাউদ (আঃ) কে নবুওত প্রদান করিলে বাদশাহাত ও নবুওত একই ব্যক্তিতে একত্রিত হয়। হজরত দাউদ নবী পতিত ইসাইলীগণকে বহুলাংশে সংস্কার করেন এবং তাহাদিগকে সংগঠিত করিয়া এক প্রবল শক্তিতে পরিণত করেন। হজরত দাউদের (আঃ) পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হজরত সোলায়মান (আঃ) ইসরাইলীদের মধ্যে বাদশাহাত ও নবুওত প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালে সাবা দেশের রাণী বিলকিস তাঁহারই দ্বারা তওহীদের মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। হজরত দাউদ (আঃ) ও হজরত সোলায়মান (আঃ) এর রাজত্বকালে ইসরাইলীগণ উন্নতির উচ্চতম শিখরে উপনীত হইতে সমর্থ হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হজরত সোলায়মান নবীর পর পুনরায় ইসরাইলীগণের অবনতি ঘটে। ক্রমশঃ তাহারা পুনঃ বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হইতে থাকে। অতঃপর পার্শ্ববর্তী আসিরীয় ও বাবেল রাজ্যের প্রতাপশালী অধিনায়কগণ ফেলিস্তিন আক্রমণ করিয়া ইসরাইলী শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। বাবেলীয়গণ ইসরাইলীদের ধর্ম গ্রন্থ তৌরাত কিতাবকে বিনষ্ট করে। তাহারা পরাজিত ইসরাইলীগণকে দলে দলে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন দেশে নির্বাসন দেয়। এইরূপে ইসরাইলী শক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহাদের জাতীয় সংহতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

উপরোক্ত অবস্থায় ইসরাইলীগণ জীবন মরণ সমস্যায় পতিত হইয়া কয়েক শতাব্দীকাল দুর্ভোগে কালাতিপাত করে। তৎপর পারাস্যরাজ খসরুর রাজত্বকালে ইসরালীগণ নির্বাসন হইতে মুক্তি লাভ করে। নির্বাসিত ইসরাইলীগণ ফেলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন করিয়া জেরুযালেম নগরের বিধ্বস্ত ধর্মমন্দির পুনঃ নির্মাণ করে এবং জনশ্রুতি মারফতে তৌরাত কিতাব পুনঃ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে। তাওহীদ বিরোধী রাষ্ট্রনায়কগণের প্রভাবাধীনে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত কালাতিপাতের পর ইসরাইলীগণের জাতীয় মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহাদের জাতীয় উন্নতির প্রেরণাগ্রন্থ আসমানী তৌরাত বিলুপ্ত হইয়া তদস্থলে মনুষ্যরচিত তৌরাতের প্রচলন হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। অবনতির চরম পর্য্যায়ে উপনীত ইসরাইলীগণ যখন জাতীয় দুর্য্যোগের ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন ঠিক সেই সময় নবোত্থিত রোমান জাতি ফেলিস্তিন দেশ জয় করিয়া নেয়।

ইসরাইলীগণ ছিল ইহুদী ধর্মাবলম্বী। মুসা নবীর তৌরাত কিতাব ছিল তাহাদের ধর্ম পুস্তক বিশ্বাসের দিক দিয়া ইহুদীগণ ছিল পুরা একেশ্বরবাদী আর তাহাদের রোমান শাসন কর্তাগণ ছিল ঘোর পৌত্তলিক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিজাতীয়দের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ থাকায় ইসরালীগণের অন্তর হইতে ধর্মীয় প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু জাতীয় ঐতিহ্যের খাতিরে তখনও তাহারা কতিপয় ধর্মীয় আচার উপাচার প্রাণপণে রক্ষা করিতেছিল। বিপরীত বিশ্বাসের কারণে রোমানগণ ইহুদীগণকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত।

বিজয়ী রোমানগণ শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য ফেলিস্তিন দেশকে তিনটা প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিল। উত্তরাংশকে গ্যালিলী প্রদেশ এবং দক্ষিণাংশকে জুডিয়া প্রদেশ বলা হইত। ঐ উভয় অংশের মধ্যবর্ত্তী এলাকাকে সামারীয় প্রদেশ নামে অভিহিত করা হইত। গ্যালিলী ও জুডিয়া উভয় অংশ ছিল ইহুদী অধ্যুষিত। মধ্যবর্ত্তী সামরীয় এলাকায় সামারীয় জাতি বাস করিত। হজরত মুসা (আঃ) তাঁহার স্বজাতি ইহুদীগণকে লইয়া মিসর দেশ ত্যাগ করিবারকালে সামরী নামক জনৈক মিসরীয়ের নেতৃত্বে একদল মিসরীয় হজরত মুসার অনুবর্ত্তী হয়। তাহারা মুসার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সামরীর নেতৃত্বাধীন এই ক্ষুদ্র মিসরীয় দলটী পরবর্ত্তীকালে সামরীয় জাতি নামে পরিচিত হয়। সামরীয় জাতি ফেলিস্তিনের মধ্যবর্ত্তী এলাকাকে তাহাদের মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করে। কালক্রমে এই মধ্যবর্ত্তী এলাকা সামরীয়া প্রদেশ নামে খ্যাতি লাভ করে। ইসরাইলীগণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বা ইহুদীগণ সামরীয়গণকে তাহাদের গোষ্ঠির বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করিত। বর্তমানে সামরীয়গণ ফেলিস্তিন ও জর্ডনিয়া এলাকায় অবস্থিত পাহাড়ীয় অঞ্চলে যাযাবর জীবন যাপন করিতেছে। ইহুদীগণ আজও তাহাদিগকে ইসরাইলী বলিয়া স্বীকৃতি দেয় নাই।

ফেলিস্তিনের দক্ষিনাংশে অবস্থিত জুডিয়া প্রদেশ ছিল প্রস্তর সঙ্কুল মরুভূমি। খর্জুর ছিল উক্ত প্রদেশের প্রধান উৎপন্নদ্রব্য। এই প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর জেরুযালেম নগরে হজরত সোলায়মান নির্মিত ধর্মমন্দির অবস্থিত থাকার দরুণ এই প্রদেশ ইহুদীগণের ধর্মীয় কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইত। কেন্দ্রীয় ধর্মমন্দিরের উচ্চ মর্য্যাদার জন্য এই প্রদেশের আধিবাসী বিশেষতঃ ইহার যাজক সম্প্রদায় গোটা ইহুদী জাতির উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

উত্তরাংশের গ্যালিলী প্রদেশ ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও উপত্যকাময়। এই প্রদেশ গ্যালিলী হ্রদের তীরবর্ত্তী এলাকায় বিস্তৃত থাকার দরুণ ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়ার প্রভূত সুবিধা লাভ করিত। এজন্য এই প্রদেশের উপত্যকাগুলি ফলপুষ্পে পূর্ণ ছিল। কৃষিকর্ম ছিল এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা। গ্যালিলী প্রদেশ যেমন ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি তেমনি ইহার অধিবাসীগণ ছিল সরলপ্রকৃতি ও প্রশস্ত হৃদয়।

জুডিয়া ও গ্যালিলী উভয় প্রদেশের অধিবাসী একই ধর্মাবলম্বী হইলেও একে অপরকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। জুডিয়গণ গ্যালিলীয়গণকে ধর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং খোদার নৈকট্য লাভে বঞ্চিত বলিয়া বিশ্বাস করিত। অপর পক্ষে গ্যালিলীয়গণ জুডিয়গণকে গোঁড়া, রুক্ষ এবং পর-নির্ভরশীল বিশ্বাসে নিতান্ত হেয় মনে করিত।

রোমীয় শাসন আমলে ফেলিস্তিন দেশকে সিরীয়ার শাসনকর্তার অধীন করিয়া দেওয়া হয়। রোমীয়গণ ধর্ম বিষয়ে ইহুদীগণকে কতকটা স্বাধীনতা প্রদান করে। ধর্মীয় অভিযোগের বিচার ভার ইহুদী ধর্মযাজকগণের প্রতি ন্যস্ত হয়। কিন্তু ধর্মীয় আদালতে কাহারও প্রাণদণ্ড দেওয়া হইলে তাহা রোমান শাসনকর্তার অনুমোদন-সাপেক্ষ রাখা হয়। একারণেই ইহুদী ধর্মযাজকগণ যীশুকে শূলে দিয়া হত্যা করিবার আদেশ দিলে উহা কার্যকরী করার পূর্বে রোমান শাসনকর্তা পীলাতের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ধর্মবিষয়ে সামান্য আজাদী থাকিলেও আর্থিক বিষয়ে ইহুদীগণ সম্পূর্ণরূপে রোমান শাসনের চাপে নিষ্পিষ্ট হইতেছিল। রোমকদের করভারে ইহুদীদের জাতীয় মেরুদণ্ড ক্রমান্বয়ে জর্জরিত হইয়া পড়ে।

ইসরাইলীদের প্রতি রোমীয়গণের উৎপীড়নমূলক শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ইংরাজ ধর্মতত্ত্ববিদ Anthony C. Deane তাঁহার The world Christ knew নামক পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় বলেন—'ইহুদীগণ দ্বৈত কর ভারে পীড়িত ছিল। একাধারে ধর্মীয় কর প্রদান করা তাহাদের অবশ্যকর্তব্য ছিল। অপর পক্ষে তাহারা রোমীয় শাসকদের কর প্রদান করিতে বাধ্য ছিল। এই দ্বৈতকরভার তাহাদের উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে"। রোমীয় শাসকগণ ইহুদীদের প্রতি যে সকল নিপীড়নমূলক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কর স্থাপন করে সে সম্বন্ধে উক্ত পণ্ডিত প্রবর তাঁহার ঐ পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠায় বলেন—"স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল ইহুদীর প্রতি বার্ষিক দেয় পোল ট্যাক্স, জল কর, নগর ট্যাক্স, পথ কর,গৃহ কর এবং অন্যান্য আরও বহু প্রকার কর চাপান হয়। এতদ্ব্যতীত আমদানী কর, রপ্তানী কর, বাজার টোল এবং তেজারতি মালের উপর নগর শুল্ক বসান হয়। এই অগণিত কর নিষ্ঠুর আদায় পদ্ধতির চাপে আরও গুরুতর হইয়া দেখা দেয়।...অগণিত কর ও শুল্কের ভারে যাবতীয় নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের মুনাফা আশাতীত কমিয়া যায়"। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করভারে পীড়িত ইহুদী জাতির অবস্থা বর্ণনা করিয়া উক্ত বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহার পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় বলেন—"রোমীয় বিজয়ের পর ইহুদী জাতির অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করে। ধর্ম্মের নামে যে সকল কর ইহুদীগণকে অবশ্যই বহন করিতে হইত তাহা কোন ক্রমেই লাঘব না হইয়া উপরন্তু যুগের আবর্ত্তনে আশাতীত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অপর পক্ষে রোমীয়গণের শাসনকর দৈনন্দিন ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে।" ইহুদীজাতি এই করভার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া নানারূপ অসদোপায়ে আইনের চোখে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া করচাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য চেষ্টা করিতে শুরু করে। ফলে গোটা ইহুদী জাতি এক বিরাট মোনাফেক দলে পরিণত হইতে বাধ্য হয়।

যীশুর জন্মের পূর্ব্বক্ষণে ইহুদীদের জাতীয় ও নৈতিক মান অত্যন্ত নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়া ছিল। এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া ইহুদীগণ তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়ে। ধর্ম্মীয় করভার অতিরিক্ত হইলেও ইহুদীগণ খোদার প্রাপ্য অর্থ সঙ্কোচন করার কথা কল্পনাও করিতে পারিত না। অন্য পক্ষে রোমানদের শাসনকর লাঘব হইতে পারে এরূপ আশা করার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। উভয় প্রকার কর দিন দিন ঊর্ধমুখে উঠিতেছিল। (The World Christ Knew-P 28)। Mr Deane তাঁহার উক্ত পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠায় বলেন—"রোমীয় শাসন যাহা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য এযাবৎ অপরিহার্য ছিল তাহাই বর্তমানে ইহুদী জাতির আর্থিক সঙ্কটের উৎসে পরিণত হয়। এ বিষয়ে সে যুগের সকল ইহুদীই একমত ছিল। ইহুদীদের সকলের মনেই তখন এই এক প্রশ্ন,—কেমন করিয়া এই শাসনের অবসান ঘটান সম্ভব ?"

রোমান অধীনতার প্রবল চাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য একদল চরমপন্থী ইহুদী রোমানদের পোষ্য রাজা হিরোদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র উত্থান করিলে তাহাদিগকে অতিনিষ্ঠুর ভাবে দমন করা হয়। এরূপ নির্মম ব্যবস্থা গ্রহণের পর সশস্ত্র উত্থানের চিন্তা ইহুদীদের মন হইতে সমূলে তিরোহিত হয়। বিজাতির নিষ্ঠুর শাসনে জর্জরিত এবং মুক্তির যাবতীয় অবলম্বন হইতে হতাশগ্রস্ত ইহুদী সর্বসাধারণ খোদার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার অলৌকিক সাহায্যের আশা মনে মনে পোষণ করিতেছিল। তাহারা সাধারণভাবে বিশ্বাস করিত যে, আজ হউক আর কাল হউক একদিন খোদাতাআলা নিজ কুদরতে তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণকে মুক্তি

www.ahlehadeethbd.org

ইকবালের অগ্নিগর্ভ কবিতা

॥ এম, মাওলা বখ্শ নদবী ॥

আমাদের জাতীয় কবি আল্লামা ইকবাল মরহূমের কবিতা সমূহে যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অন্য কোন কবির কবিতায় পাওয়া যায় না। তাঁহার কবিতায় আত্ম-প্রত্যয়, আত্ম প্রতিষ্ঠা ও ঈমানী জোশ সৃষ্টির এবং আল্লার পথে কুরবানীর অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের যে আকুল আহ্বান জানান হইয়াছে তাহার তুলনা নাই। আমি এইরূপ কতকগুলি কবিতা তাঁহার বিভিন্ন পুস্তক হইতে চয়ন করিয়া বঙ্গানুবাদ সহ তর্জুমানের পাঠক পাঠিকাগণের খিদমতে উপহার দিলাম। আশা করি তাঁহারা এইগুলি পাঠ করিয়া নব উদ্দীপনা বোধে উদ্বুদ্ধ, আল্লার জন্য সর্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকারের স্পৃহায় অনুপ্রাণিত এবং বর্তমান নাজুক মুহূর্তে জিহাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত হইবেন।

মৃত্যু সকল মানবের জন্য অবধারিত কিন্তু মুমিন এবং কাফিরের মৃত্যুর মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। মুমিনের বাহ্যিক মৃত্যু হইলেও সে প্রকৃতপক্ষে মরে না, সে দেহের খোলস বদলায় মাত্র, সে দৃষ্টি হইতে আড়াল হইয়া অন্য জগতে চিরঞ্জীব হইয়া বসবাস করে। আর কাফির মরিয়া ফানা হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে ইকবাল বলেন,

فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا
ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے

মৃত্যু দূত স্পর্শ করে তোমার দেহটাকে
কিন্তু দেহ কেন্দ্র হ'তে বহুত দূরে থাকে

(যরবেকলীম)

দিবে ই (The world Christ Knew P-30)। রোমক শাসনের প্রবল চাপ ও ধর্ম যাজকগণের ধর্মীয় ব্যবসার ফাঁদ হইতে মুক্তি পাইবার যে অলৌকিক অবলম্বনের আশায় ইহুদীগণ অপেক্ষমান ছিল তাহারা সেটাকেই "স্বর্গরাজ্য" বা "মালাকুতুস্ সামাওয়াত" নামে আখ্যায়িত করে

পতিত ইহুদী সমাজের এই নৈরাশ্যময় সঙ্কট মুহূর্তে ইসরাইলী জাতির শেষ পয়গম্বর "যীশু খৃষ্ট" মুক্তি পথের বাণী লইয়া জগতে আবির্ভূত হন। যীশুখৃষ্ট যে পয়গাম বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা প্রচারের পূর্ব ক্ষণে তাঁহারই সমসাময়িক হজরত ইয়াহ্ইয়া নবী (Jhon, the Baptist) যীশুর প্রচারের ভূমিকা স্বরূপ জুডিয়া প্রান্তরে বিচরণ করিয়া নিরাশ ইহুদী জাতির বহু আকাংখিত স্বর্গরাজ্য বা "মালাকুতুস্ সামাওয়াতে"র আগমন বার্তা ইহুদীদের মধ্যে প্রচার করিয়া ঘোষণা করেন—"তৌবা কর, যেহেতু "মালাকুকুতুস সামাওয়াত" সন্নিকট হইল। ইহা সেই মালাকুতুসর সামাওয়াত ইতিপূর্বে যিশাইয় নবী যাহার আভাষ দিয়াছিলেন, প্রান্তরে একজন ঘোষণাকারীর ঘোষণা এই যে, আল্লাহ তালার পথ প্রস্তুত কর, তাঁহার "সেরাতে মোস্তাকিম" বানাও" (মথি—৩ঃ ৩, আরবী সংস্করণ)। —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

جہاز زندگی آدمی رواں ہے یونہی
ابد کے بحر میں پیدا یونہی نہاں یونہی
মানব জীবন জাহাজ ভবে একই ভাবে যায় বয়ে,
অসীম সাগর বক্ষে কভু প্রকাশ কভু গুম হয়ে।

شکست سے یہ کبھی آشنا نہیں ہوتا
نظر سے چھپتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا
পরাজয়ের গ্লানির সাথে নাই কোন তার পরিচয়,
হয় না কভু ধ্বংস কেবল দৃষ্টি হ'তে আড়াল হয়।
(বাঙ্গে দারা)

একমাত্র কলেমায়ে তাওহীদ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মুমিনের মন-প্রাণকে আল্লাহ ছাড়া আর সকল শক্তি হইতে বে-পরওয়া করিয়া দেয়, তাহার অন্তরে অসীম সাহস এবং তেজের সঞ্চার করে। কবি বলেন,

مٹا دیا مرے ساقی نے عالم من و تو
پلا کے مجھکو مئے لاالہ الا اللہ
ঘুচিয়ে দিল আমার সাকী 'আমি তুমির' সকল রাহ্,
পান করায়ে পাক মদিরা "লা ইলাহা ল্লাল্লাহ"।

تجھ سے گریباں مرا مطلع صبح نشور
تجھ سے مرے سینے میں آتش اللہ ہو
তোমার কৃপায় আমার আঁচল
কিয়ামতের উদয়াচল
তোমার দয়ায় বক্ষে আমার
আল্লাহু এর তেজ অনল।
(বালে জিব্রীল)

وہ رمز شوق کہ پوشیدہ لاالہ میں ہے
ترے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیئے
প্রাণের আবেগ রহস্য যা
লা ইলাহায় গুপ্ত আছে,
তব মাথা বুতখানা যে
বলবো কি আর তোমার কাছে।
(যরবেকলীম)

মুমিনের যথার্থ পরিচয় তুলে ধরেছেন কবি এই ভাবে,

سرود جو حق و باطل کی کارزار میں ہے
تو حرب وضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیئے
হক বাতিলের জিহাদ মাঝে
যেরূপ খুশী যায় পাওয়া
ধার ধারেনা কাটাকাটির
বলবো কি আর বে-পরওয়া।

قبضے یہ تلوار بھی آجائے تو مؤمن
یا خالد جانباز یا حیدر کرار
মুমিন মুষ্টি—মধ্যে যদি আসে কভু তল্ওয়ার,
হয় সে তখন খালিদ কিংবা হায়দরে কাররার।
(যর্বেকলীম)

ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام
سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبین
যৌবন হলো নিজের খুনের আগুনে পুড়িয়া মরা,
কৃচ্ছ্র সাধনে তিক্ত জীবন হয়ে যায় মধু ভরা।
(বালেজিবরীল)

وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود
ہوتی ہے بندۂ مومن کی اذاں سے پیدا
মুমিন বান্দার আযান দ্বারা যে প্রভাতের হয় উদয়,
অন্ধকারের অস্তিত্ব প্রকম্পিত তাহাতে হয়।

মুমিনের সঙ্গে আচরণে মুমিনের রহম-দিলের তুলনা নাই। কিন্তু অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে যে বজ্র-কঠোর। কবি বলেন,

www.ahlehadeethbd.org

هو حلقۂ یاراں میں تو بریشم کی طرح نرم
رزم حق وباطل هو تو فولاد هے مومن

বন্ধুগণের মধ্যে মুমিন রেশমসম নরমদিল,
হক বাতিলের সংগ্রামে সে বজ্র কঠিন লৌহ দিল।

মর্দে মুমিন সম্পর্কে জাতীয় কবির আবেদন হচ্ছে :

دریا متلاطم هو تری موج گہر سے
شرمندہ هو فطرت ترے اعجاز هنر سے

উদ্বেলিত হোক দরিয়া তব মুক্তার তরঙ্গতে,
লজ্জিত হোক প্রকৃতিও তব কীর্তি নৈপুণ্যতে।
(যর্বে কলীম)

মুমিনের কাময়াবী অদম্য সাহসিকতা, অনড় একতা আর পৌরুষ ও হিম্মত গুণের বিকাশ ব্যতীত সম্ভাপর নহে। কবি বলেন—

یوں هاتھ نہیں آتا وہ گوهر یکدانہ
یک رنگی و آزادی اے همت مردانہ

হয়না কভু সহজে সেই নিখুঁত রতন হস্তগত
না থাকিলে আযাদী ও একই রং-এর সে হিম্মত।

میری میں فقیری میں شاهی میں غلامی میں
کچھ کام نہیں بنتا بے جرأت مردانہ

আমীরী ও ফকীরীতে, শাহী এবং গোলামীতে
কোনই কিছু হয়না সফল বিনা সাহস পৌরুষেতে।

মুমিনকে শোকে দুঃখে আশা আকাঙ্ক্ষায় সর্ব অবস্থায় আল্লার মরযীর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে এবং আল্লা ব্যতীত সমস্ত জগত হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই সম্বন্ধে কবি বলেন,

تو هی مری زندگی سوز و تپ و درد و غم
تو هی مری آرزو تو هی مری جستجو

তোমার দেওয়া যিন্দেগী মোর শোক তাপ
আর বিষাদময়,
তুমিই আমার আকাঙ্ক্ষা আর তুমিই
আমার অন্বেষন।
(বালে জিবরীল)

মুমিন কোন সময়েই গাফিল থাকিতে পারে না। সে সর্বক্ষণ সজাগ ও হুশিয়ার থাকিবে এবং চরম বিপদকালে নির্ভুল বিবেচনা এবং তীক্ষ্ণ স্থির পরিচয় দিবে। কবি বলেন,

ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ
اندھیری شب میں هے چیتے کی آنکھ جسکا چراغ

মনযিলে মকসূদের নিশান সেই শুধু পাবে,
চিতা বাঘের চক্ষু যাহার আঁধার রাতে হবে।
(যর্বে কলীম)

কবি মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার জন্য আফসোস করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের দুর্ধর্ষ ও আকাশজয়ী ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া শক্তি সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন :

مروماہ و انجم نہیں محکوم ترے کیوں
کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک

চাঁদ সূর্য ও তারা কেন আজ্ঞা বহ নয় তোমার;
কেন তোমার দৃষ্টিপাতে কাঁপছে নাক আকাশ আর?
(ইরমগান হিজায)

هیں تیرے تصرف میں یہ بادل کی گھٹائیں
یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں
یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ هوائیں

তোমার অধিকারেই আছে ঘনঘটার ঐ বাদল,
ঐ আকাশের গম্বুজ আর ঐ প্রশান্ত নভো মণ্ডল।
এই পর্বত, মরু এবং বয়ে চলা এই হাওয়া,
সবাই তোমার অধীন কিন্তু তুমি কেন বে পরওয়ার।

بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر
طلسم زمان و مکان توڑ کر

বাধার পাহাড় চূর্ণ ক'রে এগিয়ে চল্ জোড় কদম,
মাটী এবং কালের সকল ভেল্কী বাজী কর্ খতম।
(বালে জিবরীল)

ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ
تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساماں بھی ہے

অস্ত্র বিনা সপ্ত জাহান করতে পার জয়,
এরূপ সামান তোমার আছে, চিনলে তবে হয়।
(বাঙ্গে দারা)

شعلہ بنکر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو
خوف باطل کیا کہ ہے غارتگر باطل بھی تو

অগ্নি হয়ে জ্বালাও তুমি গায়রুল্লার সব নাহক,
কিসের ভীতি তোমার, তুমি একা বাতিল সংহারক

یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے
پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے

তুমি যে আজি হাশর মাঠে রোয হাশরের এই সময়,
আত্মভোলা! হাযির করো থাকলে আমল নিজ খাতায়
(বাঙ্গে দারা)

ইকবাল ভাগ্য বিড়ম্বিত মুসলিমগণের জন্য আল্লার দরবারে আবেদন জানান :

اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے
برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے

তোমার পতঙ্গগুলিকে পুনঃ জ্বলিবার দাও খাহেশ,
সেই পুরাতন বিদ্যুতকে প্রাণ জ্বালাবার দাও আ'দেশ।

مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے
مور بے مایہ کو ہمدوش سلیماں کر دے

এই উম্মতমরহুমের সব মুশকিল করো আসান,
সম্বলহীন পিপীলিকায় সুলায়মানের করো সমান।

ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے
چمن کے ذرے ذرے کو شہید آرزو کر دے

লালাফুলের অন্তরে গো জ্বালাও প্রদীপ আকাঙ্খার,
এই চমনের সব কণাকে শহীদ করো তব আশার।
(বাঙ্গে দারা)

عطا اسلاف کا جذب دروں کر
شریک زمرۂ لایحزنون کر

আগ যামানার গুরুজনের প্রাণের আবেগ করগো দান,
লা ইয়াহযুনূন দলের মাঝে আমাদেরকে দাওগো স্থান।

خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں
مرے مولا! مجھے صاحب جنوں کر

খুলে ফেলেছি আমি জ্ঞানের সকল শক্ত গিরে,
ওগো প্রভু! এখন আমায় দাওগো পাগল ক'রে।
(বালেজিবরীল)

www.ahlehadeethbd.org

জিহাদ ও ইসলাম

—শাইখ আবদুর রহীম

আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই মুখে জিহাদ—এই ইসলামী পরিভাষাটি শুনতে পাওয়া যায়। সকলেরই ধারণা এই যে, জিহাদ এবং যুদ্ধ এক জিনিস নয়। তাদের ধারণা নিঃসন্দেহে নির্ভুল। জিহাদ এক প্রকার যুদ্ধ বটে, কিন্তু সকল যুদ্ধই জিহাদ নয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্য সামনে রেখে সাধারণতঃ যুদ্ধ করা হয়ে থাকে। কোন যুদ্ধ করা হয় রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে, কোন যুদ্ধ করা হয় আত্ম-রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং কোন যুদ্ধ করা হয় আল্লার মনোনীত ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে। এই সব যুদ্ধের মধ্যে যে যুদ্ধটি আল্লার মনোনীত ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে ও আল্লার বাণীকে বলবৎ রাখার জন্য করা হয় কেবলমাত্র সেই যুদ্ধকেই জিহাদ বলা হয়। কুরআন মজীদের বহু আয়াতে জিহাদকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লার পথে) শর্তের সাথে জড়িত করা হয়েছে। তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যুদ্ধ যখন 'ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লার পথে) করা হবে তখনই তা হবে 'জিহাদ'। রসূলুল্লাহ সঃ-র হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "আল্লার বাণী উচ্চ রাখবার উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ করা হয় তাই হচ্ছে আল্লার পথে জিহাদ"।—বুখারী ও মুসলিম।

জিহাদ হচ্ছে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। নবী সঃ জিহাদকে ইসলামের 'চূড়া-শৃঙ্গ' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ জিহাদ হচ্ছে ইসলাম-দেহের সজীবতা ও সবলতার পরিচায়ক। নবী সঃ এক সময়ে এ কথাও বলেছেন যে, সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লার প্রতি ঈমান ও আল্লার রাহে জিহাদ।

এটা একটা চরম সত্য যে, ইসলামের বিধান যাতে চালু না থাকে—ইসলামের নাম গন্ধ পর্যন্ত যাতে দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয় তার জন্য হযরতের যমানা থেকেই মুশরিক, কাফির, য়াহুদী ও খৃষ্টানদের দল আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা তাদের এই চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। আর এটাও একটা পরম সত্য যে, আল্লাহ তাআলা ইসলামকে চিরকাল রক্ষ করে আসছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত একে রক্ষা করতে থাকবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "অমুসলিমেরা তাদের মুখের ফুঁকে আল্লার নূরকে নিভিয়ে ফেলার ইচ্ছা করে—কিন্তু আল্লাহ নিজ নূরকে পূর্ণ করে ছাড়বেন।" এই কথার প্রতিধ্বনি করে রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "এই ইসলাম ধর্ম চিরকাল স্থায়ী থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত কোন না কোন মুসলিম দল ইসলামের পক্ষ অবলম্বন করে 'জিহাদ' করতে থাকবে।"—মুসলিম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"আমার উম্মত থেকে একদল লোক ন্যায় ও সত্য ধর্ম ইসলামের পক্ষে চিরকাল 'জিহাদ' করতে থাকবে এবং তারা তাদের শত্রুদের উপরে জয়ী হয়ে থাকবে। এমনি ক'রে তারা শেষ পর্যন্ত মসীহ দজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।"—আবূ দাউদ।

"মক্কা জয় হবার পরে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার বিধান আর থাকলো না। কিন্তু জিহাদের বিধান ও নীয়াতের বিধান পূর্ববৎ জারী থাকলো। অতএব তোমাদের যখনই জিহাদের জন্য আহ্বান জানানো হবে তখনই তোমরা জিহাদের জন্য বাহির হইও।"—বুখারী ও মুসলিম।

এই ধরণের হাদীসগুলো থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং সকল যুগেই ধর্মপ্রাণ মুসলিমের দল ইসলামের বিধানকে দুনয়ার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য জান মাল দিয়ে জিহাদ করতে থাকবে।

তারপর আল্লার রাহে যারা জিহাদ করে তারা হচ্ছে আল্লার খাস নিজের লোক। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য অশেষ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে বলেন,

"আল্লাহ জিহাদ কারীদিগকে উপবিষ্ট মুমিনদের উপরে প্রাধান্য দান করেছেন—মহান প্রতিদান, দিয়ে বহুগুণ মর্যাদা দিয়ে এবং ক্ষমা ও দয়া দেখিয়ে।"—আন্‌নিসা ৯৫-৯৬।

আল্লাহ তা'আলা জিহাদকারীদের জন্য যে বহুগুণ মর্যাদার কথা বলেছেন তার ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

"জান্নাতে মর্যাদার একশত শ্রেণী রয়েছে—আল্লার পথে জিহাদকারীদের জন্য। এই শ্রেণী গুলোর যে কোন দুইটি শ্রেণীর মধ্যেকার ব্যবধান হচ্ছে আসমান ও যমীনের ব্যবধানের সমান।"—বুখারী।

আল্লার রাহে জিহাদের ফযীলত সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সঃ আরও বলেন,

"আল্লার রাহে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনয়ার যাবতীয় সম্পদ অপেক্ষা বেশী কল্যাণকর।"—বুখারী ও মুসলিম।

"আল্লার যে বান্দার পদতল দুটি আল্লার পথে ধূলিধূসরিত হয় সেই পদতলকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।"—বুখারী।

কিন্তু সকলেই তো আর নিজে জিহাদে অংশ গ্রহণ করবার ক্ষমতা রাখে না। তাই যারা নিজেরা জিহাদ করতে অক্ষম তারা কী করলে জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করতে পারবে তাও রসূলুল্লাহ সঃ জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

"যে ব্যক্তি কোন জিহাদকারীকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করবে সেও জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করবে। যে ব্যক্তি জিহাদকারীর পরিবারের ভালভাবে তত্বাবধান করবে সেও জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করবে।"—বুখারী ও মুসলিম।

তারপর যে মুমিন মুসলিম জিহাদের সাথে কোন সংস্রব রাখে না তার মারাত্মক পরিণামের কথা ঘোষণা করে রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

"যে ব্যক্তি জিহাদ না করে অথবা জিহাদ করবার বাসনা বা কামনা না রেখে মারা যায় সে মুনাফিকীর একটি শাখা ঘাড়ে নিয়ে মরে থাকে।"—মুসলিম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"যে ব্যক্তি নিজেও জিহাদ করে না, অথবা কোন মুজাহিদকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সজ্জিতও করে না অথবা কোন জিহাদরত মুসলিমের পরিবারের তত্বাবধানও ভালভাবে করে না তার উপর কিয়ামতের আগেই কোন না কোন কঠিন বিপদ এসে পৌঁছবে।"—আবু দাউদ।

এতো গেলো জিহাদে যোগদানের কথা। তারপর জিহাদে যোগদান করতে গিয়ে কোন কোন মুজাহিদ জীবিত অবস্থায় ফিরে আসে আর কোন কোন মুজাহিদ জিহাদে নিহত হয়। যারা জীবিত অবস্থায় ফিরে আসে তারা জয়ী হয়ে শত্রুদের ধনসম্পদ লাভ করেই ফিরে আসুক অথবা সর্বস্ব হারিয়েই ফিরে আসুক তারা কোন অবস্থাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কারণ 'চিরস্থায়ী পরকালে তাদের জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত'—এই সুসংবাদ রসূলুল্লাহ সঃ তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছেন। আর জিহাদে যারা প্রাণ হারায় তারা পায় শহীদের মরতবা। শহীদের মরতবার কথা কী আর বলব! আল্লাহ তা'আলা শহীদদের সম্পর্কে নিজে বলেন, "যারা আল্লার রাহে নিহত হয় তাদেরে তোমরা 'মৃত' ব'লে উল্লেখ করো না এবং তাদেরে তোমরা মৃত' জ্ঞানও করো না। তারা তো বরং জীবিত কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি ক'রতে পার না। তারা আল্লার সান্নিধ্যে জীবিত রয়েছে। তাদেরে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে আল্লাহ যে আশাতীত দান দিয়েছেন তা পেয়ে তারা আনন্দিত।"—আল্-বাকারা, ১৫৪ ও আল্ ইমরান, ১৭০।

তারপর শহীদ সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

"পয়গম্বরীর মর্যাদার নীচেই হচ্ছে এক নম্বরের শাহাদতের মরতবা।"—দারমী।

"যারা জান্নাতে দাখিল হবে তাদের মধ্যে কাউকে যদি দুনয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ উপভোগ করবার অধিকার দিয়ে দুনয়াতে ফিরে আসতে বলা হয় তা হ'লে কেউ কোন মতেই দুনয়াতে আসতে রাযী হবে না। তবে শহীদ ব্যক্তি জান্নাতে যে সম্মান ও মর্যাদা পাবে তা দেখে সে দশবার দুনয়াতে ফিরে এসে দশ বারই শহীদ হবার কামনা করতে থাকবে।"—মিশকাত।

অতএব জিহাদে প্রয়োজন হ'লে প্রত্যেক মুসলিমকে নিজ সাধ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী মাল দি'য়ে, সেবা ও খিদমত দিয়ে এবং জান দিয়ে জিহাদে শরীক হতে হবে।

মুসলিমকে সদা সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ

'আর কাফিরদের উদ্দেশ্যে তোমাদের ক্ষমতায় যতদূর কুলায় তোমরা এমন জনশক্তি ও এমন অশ্বশক্তি প্রস্তুত রাখ যাতে আল্লার শত্রু তোমাদের শত্রু এবং তারা ছাড়া অপর লোকও সন্ত্রস্ত থাকে।"

www.ahlehadeethbd.org

ইস্‌তিস্‌কা নামাযের মাস্‌নুন তারীকা

আবতুস্ সোবহান

[সালাতুল্ ইস্‌তিস্‌কা 'বা পানি প্রার্থনার নামায সম্পর্কে একটি বিতর্ক মূলক প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধটি নিম্নে প্রকাশ করা হইল এবং সেই সঙ্গে সহীহ হাদীস মতে যাহা প্রমাণিত হয় তাহাও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইল —সম্পাদক।]

ইস্‌তিস্‌কার নামায ঈদাইন নামাযের ন্যায় অতিরিক্ত সাত ও পাঁচ তকবীর সহকারে পড়া সুন্নাত অথবা অতিরিক্ত তকবীর না দিয়া জুম্'আর নামাযের ন্যায় পড়া সুন্নাত তাহা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

১। দারাকুত্‌নী, বাইহাকী ও হাকিম রিওয়াত করিয়াছেন,

عن ابن عباس قال سنة الاستسقاء سنة الصلوة فى العيدين الا ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه وصلى ركعتين وكبر في الاولى سبع تكبيرات وقرا سبح اسم ربك الاعلى وقرا فى الثانية هل اتك حديث الغاشية وكبر فيها خمس تكبيرات •

"ইস্‌তিস্‌কার সুন্নাত বা রীতি ঈদাইনের নামাযের সুন্নাতের মত—কিন্তু তফাৎ এই যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার চাদর উল্‌টাইয়া চাদরের ডান দিককে বাম দিকে এবং বাম দিককে ডান দিকে করেন। এবং তিনি দুই রাক্'আত নামায পড়েন। প্রথম রাক্'আতে সাত বার তাক্‌বীর বলেন ও 'সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল্ আ'লা [সূরা] পড়েন; এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে 'হাল্ আতাকা হাদীসুল্ গাশিয়া' [সূরা] পড়েন এবং পাঁচ-বার তাকবীর বলেন।—দারাকুত্‌নী, পৃঃ ১৮৯, বাইহাকী ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৪৮ ও হাকিম প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩২৬।

এই হাদীসটিকে হাকিম সহীহ বলিয়াছেন।১

১। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ'র এই হাদীসটির সনদকে ইমাম হাকীম সহীহ বলিলেও বলিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হাদীসটি সহীহ নয়। তিরমিযীর শারাহ তুহফা গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, এই হাদীসের সনদে

محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف •

নামে যে রাবী রহিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে

(ক) ইমাম বুখারী বলেন,

هو منكر الحديث

অর্থাৎ তাহার হাদীস গ্রহণ যোগ্য নয়।

(খ) ইমাম নাসাঈ বলেন,

متروك الحديث

অর্থাৎ তাহার হাদীস পরিত্যক্ত ও বর্জিত।

(গ) ইমাম আবু হাতিম বলেন

ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم •

www.ahlehadeethbd.org

২। আবদুর রায্যাকের মুসান্নাফ গ্রন্থে আছে,

قال علي رضي الله عنه يكبر في الاضحى والفطر والاستسقاء سبعا في الاولى وخمسا في الاخرى ويصلي قبل الخطبة يجهر بالقراءة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوبكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك •

"আলী রাঃ বলেন, ঈদুল্ আয্‌হা, ঈদুল্‌-ফিত্‌র ও ইস্‌তিস্‌কার [নামাযের] প্রথম রাক্-'আতে সাত বার ও দ্বিতীয় রাক্‌আতে পাঁচ বার তাকবীর বলিতে হইবে, খুতবার পূর্বে নামায পড়িতে হইবে এবং উচ্চস্বরে সূরা পড়িতে হইবে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ, আবূ বকর, উমর, ও উসমান ইহা করিতেন।"২

৩। মিশকাতে ঈদাইন নামায অধ্যায়ে রহিয়াছে,

عن جعفر بن محمد مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم وابابكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة رواه الشافعي •

"জা'ফার ইবন্ মুহম্মদ হইতে—ঊর্ধতন রাবীদের নাম উল্লেখ না থাকা অবস্থায়—বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ, আবূ-বকর ও 'উমর ঈদাইন ও ইস্‌তিস্‌কাতে সাতবার ও পাঁচবার তাকবীর বলিয়াছিলেন, খুতবার পূর্বে নামায পড়িয়াছিলেন এবং উচ্চস্বরে সূরা পড়িয়াছিলেন। [ইমাম]

অর্থাৎ তাহার বর্ণিত হাদীস যা'ঈফ। তাহার কোন হাদীসই ঠিক নয়!

এমত অবস্থায় উল্লিখিত হাদীসটি প্রমাণ রূপে ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য।—সম্পাদক।

২। আবদুর রায্‌যাকের মুসান্নাফ গ্রন্থের বরাত দিয়া লেখক এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহার সনদও বর্ণনা করেন নাই অথবা ইহার সনদ সম্বন্ধে কোন আলোচনাও করেন নাই। আবদুর রাযযাকের মুসান্নাফ গ্রন্থটি এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ ছাপা পাওয়া যায় না। কাজেই আমরাও আবদুর রাযযাকের বর্ণিত সনদটি উদ্ধার করিতে পারিলাম না। লেখক একজন আহলে হাদীস আলিম হওয়ায় তাঁহার এ কথা নিশ্চয় জানা আছে যে, আহলে হাদীস মতে কেবলমাত্র সহীহ ও হাসান হাদীসই গ্রহণযোগ্য। কাজেই উল্লিখিত হাদীসটির সনদ পরীক্ষা করা তাঁহার উচিত ছিল।

যাহা হউক আমরা অনুসন্ধান করিয়া ইমাম শাফিঈ রহঃ-র কিতাবুল উম্ম গ্রন্থে এই হাদীসটি পাইলাম। সেখানে হাদীসটি যে সনদে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা এই,

ابراهيم بن يحيى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي •

হাদীসটি দুই কারণে আহলুল হাদীস মতে গ্রহণের অযোগ্য। প্রথমতঃ এই সনদে ইবরাহীম ইবন য়াহয়া নামে যে রাবীর নাম পাওয়া যায় তাহার বর্ণিত সকল হাদীসই মুহাদ্দিসগণ বর্জন করিয়াছেন। এই ইবরাহীমকে

(ক) ইমাম মালিক মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন;
(খ) য়াহয়া ইবন মা'ঈন মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন;—
(গ) আলী ইবনুল মাদীনী মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন,
(ঘ) ইমাম আহমদ বলেন, ইবরাহীম এমন সব হাদীস বর্ণনা করে যাহার কোন অস্তিত্বই নাই;
(ঙ) ইমাম বুখারী বলেন, ইবরাহীমের বর্ণিত হাদীসকে ইবনুল মুবারক বর্জন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ এই সনদে যে মুহাম্মদ আলী রাঃ হইতে রিওয়াত করিয়াছেন তিনি হইতেছেন আলী রাঃ-র প্রপৌত্র এবং তিনি হযরত আলীর ইন্তিকালের বহু পরে হিজরী ৫৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন কাজেই হাদীসটি মুরসাল হওয়ার কারণে আহলুল হাদীস মতে এই হাদীস গ্রহণের অযোগ্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

وابن حبان •

"ইবন 'আব্বাস রাঃ বলিয়াছেন,.........

তারপর রসূলুল্লাহ সঃ ঈদের নামায পড়ার মত দুই রাক'আত নামায পড়িলেন।"

তিরমিযী, আবূ 'আওয়ানা ও ইব্‌ন হিব্বান এই হাদীসটিকে সহীহ বলিয়াছেন।৪

শাফি'ঈ ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।"৩

৪। বুলূগুল্‌-মারাম গ্রন্থে ইস্তিস্কা নামায অধ্যায়ে আছে,

عن ابـن عباس رضي الله عنهما قال•••فصلي ركعتين كما يصلي في العيد•••صححه الترمذى وابو عوانة

৩। এই হাদীসটির বর্ণনাকারী জা'ফার রহঃ-এর জন্ম হয় হিজরী ৮০ সনে। কাজেই হাদীসটি নিশ্চিত ভাবে 'মুরসাল'। আর মুরসাল হাদীস সম্পর্কে শারহ নুখবাতুল-ফিকার গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, মুরসাল হাদীস জমহূর মুহাদ্দিসের মতে প্রমাণে ব্যবহৃত হওয়ার অযোগ্য। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈর মতে কোন মুরসাল হাদীসের সমর্থনে যদি অপর একটি মুরসাল হাদীস পাওয়া যায় তাহা হইলে ঐ মুরসাল হাদীস ইমাম শাফি'ঈর নিকট গ্রহণযোগ্য। এক দিকে মুহাদ্দিস দল ও অপর দিকে ইমাম শাফি'ঈর মধ্যে এই নীতিগত মতভেদের কারণে উল্লিখিত হাদীসটি ২নং মুরসাল হাদীসটিকে সমর্থন করে বলিয়া ইমাম শাফি'ঈর নিকট উহা গ্রহণযোগ্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আহলুল্‌-হাদীস মতে উহা কোন-ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

৪। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ-র এই হাদীসটিকে ইমাম বুখারীও তাঁহার সহীহ মধ্যে স্থান দেন নাই। ইমাম মুসলিমও তাঁহার সহীহ মধ্যে স্থান দেন নাই। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয় ইস্‌তিস্‌কা নামায সম্পর্কে যে সকল হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে কেবলমাত্র উচ্চ স্বরে কিরা'আত করিয়া দুই রাক্'আত নামায পড়ার কথা বলা হইয়াছে। এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিবার পরে তিনিই বলেন, "ইহা হাসান সহীহ হাদীস।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে বিভিন্ন সনদে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাইদ রাঃ-র যবানী বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ "দুই রাক্'আত নামায পড়িয়াছিলেন।" কাজেই দেখা যায় ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ-র উল্লিখিত হাদীসটিতে—"যেমন 'ঈদে পড়া হয়"—কথাটি অতিরিক্ত রহিয়াছে।

তারপর, 'যেমন ঈদে পড়া হয়' কথাটি অস্পষ্ট হওয়ায় প্রশ্ন ওঠে ইস্‌তিস্‌কার নামায কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ঈদের নামাযের মত ছিল? এই প্রশ্নের জওয়াব দিবার আগে تشبيه বা তুলনা সম্পর্কে কিছু বলিতে হয়। যখন বলা হয়, "খালিদ সিংহের মত" তখন ইহার অর্থ এই হয় যে, 'খালিদ সিংহের মত সাহস ও শক্তির অধিকারী।' উহার অর্থ ইহা নয় যে, সিংহের মত খালিদের বড় বড় দাঁত আছে এবং তাহার লেজও আছে। কাজেই تشبيه বা তুলনার মধ্যে যদি وجه شبه বা তুলনার রূপটি উল্লিখিত না থাকে তাহা হইলে তুলনার ঐ রূপটি নির্ধারণ ব্যাপারে সর্বদা গভীর চিন্তার প্রয়োজন হইয়া থাকে! শরী'অতে ঐ প্রকার সাদৃশ্যের তাৎপর্য নির্ধারণ করিতে হইবে আল্লাহ তা'আলার কালাম ও রসূলুল্লাহ সঃ-র হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে।

বহু সহীহ হাদীস হইতে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সঃ র যমানায় ও খুলাফা রাশিদুনের যমানায় যখনই **'ইস্তিস্কার নামায'** পড়া হইয়াছে তখনই উহা মাঠে ময়দানে পড়া হইয়াছে; উহাতে দুই রাক্'আত নামায পড়া হইয়াছে এবং ঐ নামাযে উচ্চ স্বরে সূরা পড়া হইয়াছে। এই তিনটি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকার কারণে ইস্‌তিস্‌কার নামাযকে 'জুমু'আর নামাযের মত' না বলিয়া 'ঈদের নামাযের মত বলা নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত হয়। জমহূর মুহাদ্দিসও উল্লিখিত সাদৃশ্যের এই তাৎপর্যই গ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, ঈদের নামাযের মত ইস্‌তিস্‌কার নামাযে

www.ahlehadeethbd.org

এই হাদীসগুলি হইতে প্রমাণিত হইল যে,

(ক) ইসতিসকাতে নামাযের পরে খুত্‌বা দিতে হইবে।৫

(খ) ইস্‌তিসকা নামাযের প্রথম রাক্‌আতে সাতবার অতিরিক্ত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক্‌আতে পাঁচবার অতিরিক্ত তকবীর বলিতে হইবে।৬

অতিরিক্ত তাকবীর বলা সম্পর্কে একটিও হাদীস পাওয়া যায় না বলিয়া এই সাদৃশ্যের তাৎপর্যের মধ্যে অতিরিক্ত তাকবীর কোন ক্রমেই আসিতে পারে না।

৫। ইস্‌তিস্‌কাতে নামাযের পরে খুত্‌বা দেওয়ার কথাও যেমন কোন কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় সেইরূপ কোন কোন সহীহ হাদীসে নামাযের পূর্বেও খুত্‌বা দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কারণে ইমাম শাওকানী রহঃ মন্তব্য করেন যে, ইস্‌তিস্‌কাতে নামাযের পূর্বে খুতবা দেওয়া এবং নামাযের পরে খুতবা দেওয়া উভয়ই সমভাবে প্রশস্ত। —[তুহ্‌ফা]

৬। ইস্‌তিস্‌কার নামাযে ঈদের নামাযের মত অতিরিক্ত তাকবীর বলিবার বিধান যেহেতু কোন সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না, কাজেই ইসতিসকার নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলা আহলে হাদীস মতে কোন ক্রমেই সিদ্ধ হইতে পারে না।

বলা বাহুল্য, ইসতিসকার ওয়াক্‌ত এবং ঈদাইনের নামাযের ওয়াক্‌ত এক নয়। সহীহ হাদীস হইতে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সঃ সূর্যোদয় হওয়া মাত্রই ইসতিসকার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কাজেই দেখা যায় ঈদের ওয়াক্‌তের কিছু পূর্বে ইসতিসকার নামায পড়িতে হইবে।

والله اعلم بالصواب

—সম্পাদক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হযরত ঈসার (আঃ) আসমানে অবস্থান ও কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন

মুতাওয়াতির হাদীসের অস্বীকৃতি সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তয়মিয়াহ (রহঃ) বলেন :

انكار المتواتر...من اصول الا لحاد والكفر •

"মুতাওয়াতিরকে অস্বীকার করা ইলহাদ ও কুফরের মূলনীতি সমূহের পর্যায়ভুক্ত।" তিনি আরও বলেন : বিদআতী, কালাম শাস্ত্রবিদ এবং দার্শনিক-গণ কর্তৃক ঐ সমস্ত কথার অস্বীকৃতি যাহা হাদীস-বেত্তাগণ মুতাওয়াতির জানিয়া থাকেন তাহা মুশরিক ও কাফিরগণের কোরআন ও মু'জেযার অস্বীকৃতির সমতুল্য।

—কিতাবুর রদ আলাল মানতিকীয়ীন, ৯৮ ও ১০০পৃঃ

আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (রহঃ) তদীয় তফসীর গ্রন্থ ফতহুল বয়ান (২) ৪৯ পৃষ্ঠায় 'মুতাওয়াফীকা (متوفيك) শব্দের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

وانما احتاج المفسرون الى تاويل الوفاة بما ذكر لان الصحيح ان الله تعالي رفعه الي السماء من غيروفاة •

"মুফাস্সিরগণ 'ওফাত' এর অর্থ (যেরূপ পূর্বে উক্ত হইয়াছে) সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া লওয়ার তাৎপর্য এই জন্যই গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন যে, দলীল প্রমাণে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে সহীহ কথা হইতেছে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে মৃত্যু ব্যতিরেকেই আসমানে তুলিয়া লইয়াছেন।

ইহার সমর্থনে তিনি বহু যুক্তি প্রমাণ উধৃত করিয়াছেন।

আল্লামা সিদ্দীক হাসান সুরা নিসার بل رفعه الله اليه এর ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :

اى الي موضع لايجرى فيها حكم غير الله....وهذا الموضع فى السماء الثالثة •

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাহাকে এমন স্থানে উঠাইয়া লইয়াছেন যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও হুকুম চলে না। ... ... আর তাঁহার অবস্থানের স্থানটি হইতেছে তৃতীয় আসমান।—ঐ (২) ৩৪৩ পৃঃ।

আবু দাউদের প্রখ্যাত শরাহ আওনুল মাবুদের স্বনামধন্য প্রণেতা আল্লামা শামসুল হক মুহাদ্দিস হযরত ঈসার (আঃ) জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থান ও অবস্থান এবং পুনরায় কেয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ সম্পর্কে তদীয় ব্যাখ্যা গ্রন্থে বহু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যের কয়েকটি এবারত নিম্নে উধৃত করা হইল।

তিনি বলেন :

لا يخفي على كل منصف ان نزول عيسى عليه السلام الى الارض بذاته الشريفة ثابت بالاحاديث الصحيحة والسنة المطهرة واتفاق اهل السنة •

"ন্যায়নিষ্ঠ মাত্রেরই একথা সুবিদিত যে, হযরত ঈসার (আঃ) সশরীরে পৃথিবীতে অবতরণ সহীহ হাদীস, সুন্নতে পাক এবং আহলে সুন্নতগণের ঐক্যমতে সুসাব্যস্ত হইয়াছে।"

www.ahlehadeethbd.org

তিনি আরও বলেন,

"আল্লাহ পাক কোরআন মজীদে আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছেন যে, য়াহুদদের আক্রমণ ও হত্যার লক্ষ্যবস্তুই ছিল হযরত ঈসার (আঃ) রক্ত মাংসের শরীর এবং উহা আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে তুলিয়া নিয়াছেন, ফলে তাহারা উহাতে আদৌ সফলকাম হইতে পারে নাই।"—ঐ (৪) ২০৫ পৃঃ

তিনি তদীয় গ্রন্থে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনার পর তাঁহার মতের সমর্থনে হযরত মওলানা সৈয়দ নযীর হুসেন, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের উস্তাদ মওলানা হুসাইন বিন মুহসীন আনসারী ইয়ামানী, মওলানা বশীর সাহ্সাওয়ানী মুহাদ্দিস, মওঃ মুহাম্মদ হুসেন লাহোরী, মওলানা আবদুস জব্বার গযনবী, হাফেয আবদুল মান্নান ওযীরাবাদী প্রভৃতি, প্রখ্যাত আহলে হাদীস ওলামা ও মুহাদ্দিসগণের নাম ও মন্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

'তাজুল জামে' এর শরাহ 'গায়াতুল মা'মূল' গ্রন্থে (৫) ৩৮১ পৃষ্ঠায় হযরত ঈসার (আঃ) আসমানে অবস্থান ও কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ সম্পর্কে বিভিন্ন দলীল প্রমাণাদি বর্ণনা করার পর লিখিত হইয়াছে :

اتضح مما سبق ان الدجال سيظهر في آخر الزمان وان عيسي عليه السلام سينزل ويقتله وعلى هذا اهل السنة سلفا وخلفا وقال بعض الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ان هذا مردود بقوله تعالي "وخاتم النبيين" وبحديث "لانبى بعدى" واجماع المسلمين على ان شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مؤبد الى يوم القيامة وهذا استدلال فاسد فان عيسى عليه السلام لاينزل بشرع ينسخ شرعنا بل سيحكم بشرعنا ويحى ماهجره الناس منه قال الحافظ في الفتح الباري تواتر الاخبار بان عيسى عليه السلام سينزل .

পূর্বে যে সব হাদীস উধৃত হইয়াছে তাহাতে ইহা সুপ্রকাশিত যে; আখেরী যামানায় দাজ্জাল অবশ্য প্রকাশিত হইবে এবং হযরত ঈসাও (আঃ) নিশ্চিতভাবে অবতীর্ণ হইবেন এবং তিনি দাজ্জালকে হত্যা করিবেন। এই বিশ্বাসে অটল রহিয়াছে সমুদয় আহলে সুন্নত এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দল। জাহ্মিয়া ও মু'তযিলা এবং তাহাদের মত সমর্থনকারীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, উক্ত অভিমত অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) "সর্বশেষ বা সমাপ্তকারী নবী" এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "আমার পর আর কোন নবী নাই" এবং মুসলমানদের এই বিষয়ে এজমা হইয়াছে যে, আমাদের নবী মোহাম্মদের (দঃ) শরীআত কিয়ামতকাল অবধি চালু থাকিবে। (লেখক বলেন) এই প্রতিপাদন ভ্রান্ত, কারণ ঈসা (আঃ আমাদের শরীআত মনসুখ করার জন্য কোন নূতন শরীআত লইয়া আসিবেন না। বরং তিনি আমাদের শরীঅত মুতাবেক হুকুম আহকাম চালাইবেন এবং লোকেরা ঐ শরীঅত হইতে যাহা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছিল তাহা পুনর্জীবিত ও পুনর্বহাল করিবেন। হাফেয ইবনে হজর আস্কালানী তদীয় ফত্হুল বারীতে বলিয়াছেন, ঈসা আঃ যে অবশ্য অবতরণ করিবেন এ সম্পর্কে মুতাওয়াতির হাদীস রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে হিন্দের হানাফী মযহবের অদ্বিতীয় মুহাদ্দিস ও ফকীহ মওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

ঈসা (আঃ) অবতরণ করিবেন, এবং তখন ইমামগণের অনুসরণ ও তকলীদ বাতিল হইয়া যাইবে। তাঁহার হুকুম ও নির্দেশাবলী কুরআন এবং সুন্না হইতে উৎসারিত হইবে ..... ইবনে হাজার আস্কালানী, সয়ুতী, ইমাম বারজান্যী,

www.ahlehadeethbd.org

মোল্লা আলী কারী প্রভৃতি দ্বীনের মুহাক্কিক আলিম সম্প্রদায় অব্যর্থ ভাষায় উক্ত কথা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন,

واما قول بعض المجهولين والمتعصبين ان عيسي والمهدى يقلدان الامام ابا حنيفة...فهو من الاقوال السخيفة نص عليه ارباب الشريعة والحقيقة بل هو رجم بالغيب بلاشك ولا ريب

"কতিপয় অখ্যাত এবং গোড়া প্রকৃতির লোক বলিয়া থাকে যে ঈসা আঃ ও মহদী ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) তকলীদ করিবেন এবং তাহার নীতির কোন খেলাফ করিবেন না। এইরূপ জঘন্য রকম হীন কথা শরীঅত এবং হকীকতের বিশেষজ্ঞ-গণ স্পষ্টভাবে অস্বীকার করিয়াছেন বরং ইহা না জানিয়া না বুঝিয়া আন্দাজে ঢিল ছুঁড়া" (আল-ফাওয়ায়েদুল বাহীয়া) ১০ পৃষ্ঠা:

বিশিষ্ট আহলে হাদীস আলেম মওলানা সানা-উল্লাহ অমৃতসরী এ সম্পর্কে তদীয় "ফতহে রব্বানী দর মবাহেসা কাদীয়ানী" নামক কেতাবে (২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠা) 'ইসলামী তাকারীর' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পর সর্বশেষে লিখিতেছেন,

میں آخری فیصلے کے طور پر ایک حدیث سناتا ہوں، جس سے آفتاب نیمروز کی طرح مسئلہ حیات مسیح کا فیصلہ ہو جائیگا آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں ینزل عیسی بن مریم الي الارض فيتزوج...ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت۔

"আমি শেষ মীমাংসারূপে একটি হাদীস পেশ করিতেছি। উক্ত হাদীস দ্বারা দ্বিপ্রহরের সুউজ্জল সূর্যের ন্যায় হযরত ঈসার (আঃ) জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবে। হাদীসটি এই: রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন।

"ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন, এখানে তিনি (এই সময়) বিবাহ করিবেন এবং তাঁহার সন্তানাদি হইবে। ৪৫ বৎসর অবস্থানের পর তিনি মারা যাইবেন।" (মিশকাত 'নযূলে ঈসা' অধ্যায়)

একটি প্রশ্ন ও উহার উত্তর

অনেকের মনে, বিশেষ করে আজিকার জ্ঞান বিজ্ঞান ও যুক্তি-বুদ্ধির চরম উৎকর্ষের দিনে স্বভাবতঃ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইতেছে এই যে রক্ত মাংসের মানবীয় দেহ লইয়া হযরত ঈসা আঃ কেমন করিয়া আসমানে অবস্থান করিতেছেন? এ প্রশ্নের জওয়াব পূর্ববর্তী মুহাক্কিক আলেমগণ দিয়া গিয়াছেন। গারায়েবুল মাসলে বলা হইয়াছে,

ان الله سلبه صفات البشرية وحمله بصفات الملكية فصار في السماء كالملائكة في كل شيء فاذا اراد الله وانزله الى الارض البسه صفات البشرية والله علي كل شيء قدير۔

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আসমানে হযরত ঈসার (আঃ) মানবীয় স্বভাব গুলিকে রহিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে ফেরেশতার গুণাবলীতে ভূষিত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আকাশে ফেরেশতাদের ন্যায়ই হইয়া রহিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করিবেন এবং তাহাকে পৃথিবীতে নাযিল করিবেন তখন তাহাকে পুনঃ মানবীয় গুণাবলীতে ভূষিত করিবেন আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিবান। (৫) ৩৮০ পৃষ্ঠা:

ইমাম আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী স্বীয় তফসীর লোবাবুত তা'বীলে হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, আকাশে অবস্থান কালে আল্লাহ পাক তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা এবং অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজন অকার্যকর ও নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং (যতদিন তিনি সেখানে অবস্থান করিবেন) ঐ সমস্তের কোন প্রয়োজন তাহার নাই।

—ক্রমশ

www.ahlehadeethbd.org

রণাঙ্গন হইতে--

লাহোর রণাঙ্গনের অমর গাথা

৬ই সেপ্টেম্বর ভোর ৩টায় ইচোগুল, ওয়াগা ও হাদিয়ারা স্থান হইতে লাহোরের প্রতি ভারতীয় সেনারা হামলা করে। তাহারা অসংখ্য ট্যাঙ্কসহ পাকিস্তানী সীমান্তে প্রবেশ করে এবং নির্দোষ গ্রামবাসীদের উপর গুলীবর্ষণ করিতে করিতে সম্মুখপানে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু সীমান্তের একটি ক্ষুদ্র নির্ভীক প্রহরীদল শত্রুদের অগ্রগমন রুখিয়া দাঁড়ায় এবং তাদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। লাহোরের দিকে ধাবিত ভারতীয় পদাতিক ডিভিশনের সাহায্যার্থে আরও একটি রিজার্ভ ডিভিশন পশ্চাতে হুকুম তামিলের জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। এত বড় বিরাট সৈন্যবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য ছিল পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় সামরিক বাহিনী। কিন্তু আবার তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে ছিল দুই কোম্পানী বেলুচ রেজিমেন্ট। সীমান্তের রণক্ষেত্রে দুইটি ঘাঁটিতে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় তাহারা সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। অপর এক সেক্টরে মুষ্টিমেয় মুজাহিদ বাহিনীর একটি দল শত্রুদের প্রতিহত করে।

ভেহনী নামক স্থানে ভারতীয় হানাদাররা এগার দফা হামলা করে। কিন্তু প্রতিবারেই নির্ভীক বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা শত্রুদের পর্যুদস্ত করে এবং শত্রুদের অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধন করে। অপর একস্থানে ১৮ শতাধিক শত্রু সৈন্যকে মাত্র ৯০ জন পাকিস্তানী বীর সেনানীরা বিতাড়িত করে। এই সংঘর্ষে অসংখ্য শত্রুসৈন্য নিহত হয় এবং বহু সৈন্য পাকিস্তানীদের হাতে ধরা পড়ে।

একটি পাকিস্তানী গোলন্দাজ বাহিনীর কামানের গুলিতে শত্রুদের অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় যাহার তুলনা পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল। এই বাহিনীর লক্ষ্যভেদী কামান ও মেশিনগানের সম্মুখে মোকাবিলা করিতে আসিয়া একটি শত্রুসৈন্যও প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারে নাই। সকলেই পাকিস্তানীদের তোপের মুখে ধরাশায়ী হইয়াছে।

ইচোগুল নদীর ঐ পারে যে দিকেই তাকান শুধু ভাঙ্গা ট্যাঙ্ক অকেজো সমরাস্ত্র ও ভস্মীভূত যুদ্ধ হাতিয়ারের টুকরা ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না। এই এলাকায় দূরে দুই একটা শত্রু সৈন্যের প্রতিনিধি দেখা যাইতেছিল। আমাদের সৈন্যরা দুইদিক হইতে তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে। একজন জওয়ান দৃঢ়কণ্ঠে আমাকে জানালেন "বর্তমানে শৃগাল সিংহের থাবায় পতিত হইয়াছে।" লাহোর রণক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারতীয় সৈন্যরা সংখ্যায় ছিল অগণিত এবং আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত। অন্য দিকে পাকিস্তানী মুষ্টিমেয় বীর যোদ্ধাদের মুখে ছিল কলেমা, বুকে মাতৃভূমি রক্ষার দুর্বার জোশ এবং অসীম মনোবল। এই যুদ্ধের বিশেষত্ব এই যে, কয়েক শত বীর সেনানী দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া মাতৃভূমির পবিত্রতা রক্ষার্থে দুর্দম সাহস লইয়া কয়েক সহস্র শত্রু সৈন্যের গতিরোধ পূর্বক তাহাদের পর্যুদস্ত করিয়া ইতিহাসে নয়া অধ্যায়ের সূচনা করিলেন।

মুজাহিদ বাহিনী গুলি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছেন এবং অবশেষে জয়লাভ করিয়াছেন। কোন কোন সীমান্ত ঘাটিতে আমাদের সৈন্যরা যে অসীম বীরত্ব ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছে তাহা বিশ্বের যুদ্ধের ইতিহাসে চিরদিন অম্লান থাকিবে। অপর এক সেক্টরে মাত্র ৬২ জন নির্ভীক পাকিস্তানী বীর একটি পদাতিক ডিভিশন ও একটি সাঁজোয়া ব্রিগেডের সহিত কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত মোকাবিলা করে এবং তাহাদের গতি রোধ করে। এমনকি একজন অফিসার গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও অনেকদূর পর্যন্ত শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে। তাহাকে অনেক কষ্টে পুনরায় ক্যাম্পে ফেরত আনা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একটি রক্তরাঙ্গা ভোরের কাহিনী

আকাশে হঠাৎ যেন কিসের গর্জন শোনা গেল। পরক্ষণেই পূর্বদিক থেকে চারটি উড়োজাহাজ গর্জন করতে করতে উড়ে এল এবং খুব নিচে দিয়ে গ্রামের উপর চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। তারপরই শুরু হল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। গ্রামের নারী ও শিশুর চীৎকারে আকাশ ছেয়ে গেল।

এটা হল ৬ই সেপ্টেম্বরের রক্ত রাঙা প্রভাতের একটি কাহিনী। ওয়াগা-আটারী সেক্টরের তকিপুর গ্রাম। এই গ্রামের অধিবাসী ৬০ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা হাজী মেহরান বি'বি ফজরের নামাজ শেষে কুয়ার দিকে পানি আনতে যাচ্ছিল। এই সরলমনা বৃদ্ধার একটুও খেয়াল ছিল না যে, এ সব শব্দ কিসের, গুলীই বা কে চালাচ্ছে আর আর্ত চীৎকারই বা কোত্থেকে আসছে। সে একটা ক্ষেতের সামনে দাঁড়াতেই সেখানে কিছু দূরে একটা বোমা ফাটবার শব্দ হল। ধূলায় দিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লো সেখানটায়। অপরদিক থেকে তখনই একটা লোক দৌড়ে এল। লোকটা এই গ্রামেরই। তার ডানবাহু দিয়ে রক্ত ঝরছিল। সে কাতর স্বরে বলল; "হাজী আম্মা হিন্দু সৈন্য এসে পড়েছে।"

হাজী বিবি তখনই বাড়ীর দিকে দৌড়ে এলো।.... সে তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে হজের জন্য জমানো তিন হাজার টাকা আর কোরআন শরীফটা নিয়ে মাঠের দিকে পলায়ন করল। এ সময় বৃষ্টির মত গোলাবর্ষণ হচ্ছিল। সে একটা ক্ষেতের মধ্যে বসে পড়ল।

এতক্ষণে ভারতীয়রা নিরস্ত্র গ্রামবাসীর উপর গোলাবর্ষণ করতে করতে এবং নারী ও শিশুদের হত্যা করতে করতে গ্রামে এসে পড়েছে। পাশের একটা ক্ষেতে কয়েকজন ভারতীয় সিপাই কয়েকজন মহিলা ও শিশুকে আটকে তাদের কাছ থেকে মালপত্র কেড়ে নিচ্ছে। সব লুঠ করার পর তারা তাদের লাথি মেরে মেরে ফেলে দিচ্ছে। হাজী আম্মা সেখানে কয়েক ঘণ্টা লুকিয়ে রইল।

সন্ধ্যার কিছু আগে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্য সেই ক্ষেতটায় এসে দাঁড়াল। তারা হাজী বিবিকে দেখেই দৌড়ে সেদিকে এল এবং তাঁর মাথার চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। তার সাথে বুটের লাথি আর রাইফেলের কুঁদোর গুঁতো সমানে চলতে লাগল। যখন মারের চোটে এই দুর্বল বৃদ্ধা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল তখন বর্বর সৈন্যরা তার কাছ থেকে টাকাগুলো কেড়ে নিয়ে চলে গেল। পরে আরও তিনজন ভারতীয় সৈন্য সেখানে এসে পড়ল। তারাও বুটের লাথি মারতে লাগল।...একজন কান থেকে সোনার বালিগুলো টেনে ছিঁড়ে নিল। বৃদ্ধা চীৎকার করে রক্তাক্ত কান দুটো হাতে চেপে ধরল।

রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত সে ওই ভাবেই পড়ে থেকে কোন প্রকারে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হল। গিয়ে দেখল শুধু ধ্বংসস্তূপ। ঘরের দেয়াল সব পড়ে গেছে। মালপত্র সব লুঠ হয়ে গেছে। কেবল একটা কামরায় একটা খাটের ওপর দুটো লেপ পড়েছিল এবং তার পাশেই একটা বালতি ভরা পানি ছিল। হাজী আম্মা অঞ্জলি ভরে একটু পানি খেয়ে লেপের তলায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সারা রাত প্রবল গোলাবর্ষণের শব্দ শোনা যেতে লাগল। পরদিন সকালে সে উঠে দেখল যে, তার বাড়ী থেকে দূরে আমতলায় ও পেয়ারা তলায় ভারতীয় সৈন্যরা বসে রয়েছে। দুপুর বেলায় যখন তাদের দেখা গেল না তখন সে ঘর থেকে বের হয়ে শহরের দিকে চলল। সে বলতে পারে না যে, কিভাবে সে খাল পর্যন্ত এসে পড়েছে। খালের সেতু ভেঙ্গে পড়ে আছে, পরপারে যাওয়ার কোন রাস্তাই সে দেখতে পেল না। সে অবসন্ন হয়ে সেখানেই ঢলে পড়ল।

যখন তার জ্ঞান হ'ল তখন সে নিজেকে পাসিস্তানী শিবিরে দেখতে পেল। একজন ডাক্তার তার ক্ষতের উপর ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছেন।

—দৈনিক পাকিস্তানের সৌজন্যে

www.ahlehadeethbd.org

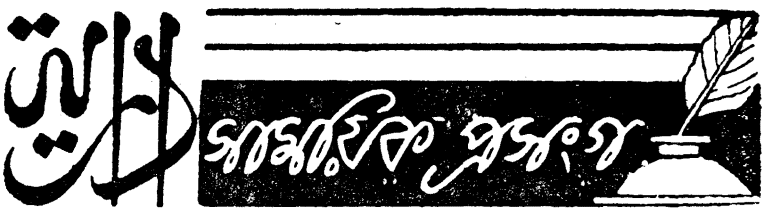

بسم الله الرحمن الرحيم

পাকিস্তান ও জিহাদ

পাক-ভারতের আযাদী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে মুসলমানগণ উপলব্ধি করলেন যে, ভারত অখণ্ডিত আকারে স্বাধীন হ'লে ভারতে হিন্দুরাই হবে সংখ্যা-গরিষ্ঠ। আর ব্রিটিশ আমলে হিন্দুরা মুসলিমদের প্রতি যেরূপ আচরণ কোরত তা থেকে মুসলিমেরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেলেন যে, ভারতের হিন্দুরা অখণ্ড ভারতে কোন মুসলিমের অস্তিত্ব বরদাশত করবে না। হিন্দুদের যুলুমের চোটে ভারতের মুসলিমকে হয় দেশ ছাড়া হ'য়ে অন্যত্র কোথাও বাসের সন্ধান করতে হবে নতুবা হিন্দুর মত হয়ে ভারতে বাস করতে হবে। কিন্তু ঐরূপ অবস্থার উদ্ভব হ'লে ৯ কোটি ভারতীয় মুসলিম ভারত ছেড়ে কোথায় যাবে? যাবার তো কোন যায়গা দেখা যায় না। আবার প্রাণাধিক প্রিয় দীন ইসলামকে বিসর্জন দিয়ে ভারতে বাস করারও কোন অর্থ হবে না। نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن 'চ'লে যাবারও উপায় নেই, থাকবারও স্থান নেই।'

এই সব ভেবে চিন্তে কায়েদে আযমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম উলামা সমাজ, নেতৃবর্গ এবং জনসাধারণ স্থির করলেন যে, ভারতের কতিপয় নির্দিষ্ট স্থান মুসলিমদের জন্য বিশেষভাবে বরাদ্দ করা হ'লে তবেই তাঁরা রাযী হবেন। তাই **ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় কায়েম রাখবার উদ্দেশ্য নিয়ে** ব্রিটিশ ভারতের মুসলিমদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে অবশেষে তাদের ভাগ্যে জুটলো দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তান—পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান; মাঝখানে হাজার মাইলেরও বেশী ব্যবধান।

পাকিস্তান লাভের পরে পাকিস্তানী মুসলিম ইসলামী বিধানগুলো পালন করবার উপযোগী স্বাধীন পরিবেশ পেয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারা ভাবলেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রভাবের দরুণ অবশিষ্ট ভারতের হিন্দুরা সেখানকার মুসলিমদের ধর্ম-কর্ম পালনে বিশেষ বাধা দেবে না। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই হিন্দু শাসক গোষ্ঠির প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ ইঙ্গিতক্রমে হিন্দু জনসাধারণ ভারতের সর্বত্র মুসলিম দলন আরম্ভ করে দিল। লাখ লাখ মুসলিমকে তারা হত্যা করলো এবং কোটিরও বেশী মুসলিম ভারতে নিজেদের সর্বস্ব ছেড়ে ছুড়ে কেবলমাত্র প্রাণটা নিয়ে কোন রকমে পাকিস্তানে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। যে সব খাঁটি মুসলিম এখনও ভারতে রয়েছেন তাঁদের কারও অন্তরে এক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুহূর্তের জন্য শান্তি নেই। হিন্দুদের ছেলে-ছোকরাদের যন্ত্রণায় দাড়ী নিয়ে ভারতের কোন রাস্তায় বের হওয়া একরূপ অসম্ভব। ব্যবসায়ের সওদাপত্র খরিদ করার জন্য কোন দাড়ীওয়ালা মুসলিম সম্মান নিয়ে কলকাতা যেতে পারে না। তা ছাড়া সকল মুসলিমকেই হিন্দুদের বিভিন্ন হিন্দু প্রতিষ্ঠানে ও পূজা পার্বনে চাঁদা দিতে বাধ্য করা হয় এবং অবস্থা বিশেষে তাদের পূজাতেও শামিল হ'তে হয়। ভারতের প্রত্যেক মুসলিমকে বর্ত্তমানে হিন্দদের অধীন হয়ে বাস করতে হচ্ছে বললে অসঙ্গত হয় না। পাকিস্তান নামে মুসলিমদের আবাসভূমির অস্তিত্ব থাকা সত্বেও যখন ভারতীয় মুসলিমদেরে কার্যতঃ হিন্দু বানাবার চেষ্টা চলছে তখন চিন্তা ক'রে দেখুন, পাকিস্তান যদি প্রতিষ্ঠিত না হতো তা হ'লে আজ এই হিন্দুরা "অখণ্ড ভারতে" কি একজনও খাঁটি মুসলিমের অস্তিত্ব থাকতে দিত? কখনই না। সারা ভারতকেই যদি হিন্দুদের শাসনাধীনে দেয়া হোতো তা হলে মুসলিম বলতে আজ কেউ ভারতে থাকতো না—হয়ত মা বাপের দেয়া মুসলমানী নামটি পর্যন্ত বদলে ফেলতে হোতো।

একমাত্র পাকিস্তানের কারণেই ভারতীয় হিন্দুদের এই হীন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোলো না দেখে হিন্দু ভারত পাকিস্তানকে কোণঠাঁসা ও জব্দ করবার জন্য গত আঠারো বৎসর ধরে নানা প্রকার হীন চেষ্টা চালিয়ে এসেছে এবং সম্প্রতি তারা মুসলিম নিধনের চরম পন্থা হিসেবে পাকিস্তানের খাস মাটিতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে যুদ্ধও এক দফা ক'রে ফেললো।

পাকিস্তানের রক্ষার সাথে ইসলাম ও মুসলিমের রক্ষা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকায় পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস সাম্প্রতিক হিন্দুস্তান-পাকিস্তান যুদ্ধকে শরী'আত মতে জিহাদ ব'লে ঘোষণা করেছে। এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, পাকিস্তানের প্রত্যেক মুসলিমকে বিশেষ ক'রে পাকিস্তানের প্রত্যেক আহলে হাদীসকে তার প্রাণাধিক প্রিয়ধন ইসলামকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে নিজ জান মাল যথাসাধ্য কুরবান করার জন্য 'আযম মুসাম্মাম'—দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ নিজ মনোনীত ধর্ম ইসলামকে ও ইসলামের আবাসভূমি পাকিস্তানকে রক্ষা করুন! আমীন সুম্মা আমীন!

জাতিসংঘ ও কাশ্মীর

জাতিসংঘের পূর্বসুরী হচ্ছে "লীগ অব নেশনস্"। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিটিশ, ফ্রান্স ও অপর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যারপর নাই ঘায়েল হ'য়ে পড়ে। অনন্তর, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে উত্থিত ঝগড়া বিবাদ যাতে আপোষে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যস্থতায় মিটমাট করে ফেলা যায় এবং ভবিষ্যতে যাতে মারাত্মক বিশ্বযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি না ঘটে এই উদ্দেশ্যে বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি একটি সংস্থা গঠন করে। তারা তার নাম দেয় "লীগ অব নেশনস্।" বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যতকাল শক্তি সামর্থহীন ছিল তত কাল এই সংস্থার কর্মতৎপরতা বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলেছিল। কিন্তু জখমী ও পরাজিত রাষ্ট্রগুলি যখন শক্তিশালী হ'য়ে উঠলো তখন তাদের অন্তরে ভীষণ ভাবে জেগে উঠলো প্রতিশোধস্পৃহা ও পররাজ্য গ্রাসের উন্মাদ প্রবৃত্তি। তাদের প্রতিনিধিগণ লীগ অব নেশনসে নিজেদের স্বার্থের অনুকুলে দিতে লাগলেন এক তরফা ডিক্রী। অবশেষে লীগ অব নেশনসের পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যান্য কারণে বেধে গেল 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ'। লীগ অব নেশনস্ হ'ল সমাধিস্থ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে লীগ অব নেশনসের উত্তর সুরীরূপে জন্ম নিলো জাতিসংঘ। বস্তুতঃ লীগ অব নেশনস্ আর জাতিসংঘ একই চীজ। তাই জাতিসংঘ বাপ-কা-বেটার মত বর্তমানে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির তাবেদার ব'নে গেছে। তাদের আচরণ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, তারা ন্যায় নীতির কোনই ধার ধারে না। তাদের নীতি হচ্ছে 'শক্তের ভক্ত নরমের যম।' তাই এখন জাতিসংঘের মর্যাদা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, অনেক রাষ্ট্রই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে এবং একটি রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই জাতি-সংঘ সংস্থা ত্যাগ করে চলে এসেছে।

ভারত বহু বছর ধরে কাশ্মীরের বৃহত্তর অংশ গ্রাস করে উহার অধিবাসীদের উপর না-হক যুলম চালিয়েছে। কাশ্মীরে জাতি সংঘের পর্যবেক্ষক এসব নির্বিকার ভাবে দেখে আসছে। এবার অধিকৃত কাশ্মীরের অতিষ্ঠ অধিবাসীরা তাদের জন্মগত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চারিদিকে উত্থান করলে ভারত তাদের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানী সেনাবাহিনী নিয়োগ করে। অবশেষে কাশ্মীরের যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা এবং কিছু পরে পাকিস্তান আক্রমণ করে বসে। এতদিন জাতিসংঘও নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার ভূমিকায় নিজেকে আড়ালে রাখে। কিন্তু যখন তারা দেখলো যে, ভারত যারপর নাই মার খেয়ে যাচ্ছে তখন তারা সক্রিয় হয়ে উঠলো, আর সেক্রেটারী জেনারেল উথানট উড়ে আসলেন পাক-ভারতে। রাওয়ালপিণ্ডি ও দিল্লীতে সংশ্লিষ্ট সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে মুলাকাত ও দেন দরবার ক'রে জাতিসঙ্ঘ হেড কোয়ার্টারে ফিরে হুকুম জারি করলেন,দুই দিনের মধ্যে উভয় রাষ্ট্রকে যুদ্ধ বন্ধ ক'রে অধিকৃত এলাকা ছেড়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতেহবে। পকিস্তানকে আক্রমণ ক'রে হিন্দস্থান যে অন্যায় করেছিল তার জন্য তার এতটুকু নিন্দাও করা হ'লনা এবং সংঘর্ষের মূল কারণের বিহিত কোন ব্যবস্থাও করা হল না।

পাকিস্তানের প্রতি-আক্রমণে ভয়ানকভাবে মার খেয়ে পর্যুদস্ত ভারতের তখন কাহিল অবস্থা। ভারত তার এই নাজুক অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে নিতে রাযী হ'ল। পাকিস্তান সরকার উহার সেনাবাহিনীর একটানা বিজয় এবং জনসাধারণের বিপুল আগ্রহ উদ্দীপনা সত্বেও বিশ্বশান্তির খাতিরে এবং জাতি-সঙ্ঘকে শেষ সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে উক্ত প্রস্তাব মেনে নেয় এবং যুদ্ধ বিরতিতে রাযী হয়। তবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব নিরাপত্তা পরিষদ এবং জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আগামী তিন মাসের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না করতে পারলে পাকিস্তান এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা হারাবে এবং ইন্দোনেশিয়ার মত বের হয়ে আসবে। সে একাই আসবে না, সঙ্গে সঙ্গে আফ্রো-এশিয়ার বহু রাষ্ট্রই আসবে।

বিনাশর্তে যুদ্ধবিরতি শর্ত মেনে নিলেও ভারত যুদ্ধবিরতির সময়ে এবং উহার পরে পরেই একের পর এক পাক সৈন্যবাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। অপর পক্ষে ভারত সরকার 'কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংগ' এই বাজে কথাটির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে চলিয়াছে।

দুনিয়ার প্রায় সমস্ত রাষ্ট্র এবং সমগ্র বিশ্ব জনমত পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী তথা কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের পক্ষে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের চাবিকাঠি যে কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের হাতে, তাদের মতিগতি বুঝে উঠাই দুষ্কর।

আজ জাতিসংঘ চরম পরীক্ষার সম্মুখীন। জাতিসংঘ আজ একটি সক্রিয়, শক্তিশালী ন্যায়নিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে কায়েম থাকবে, না একটি পক্ষপাত দুষ্ট এবং অথর্ব ও স্বার্থসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হ'বে আগামী ২।১ মাসের মধ্যেই আশা করি তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

www.ahlehadeethbd.org